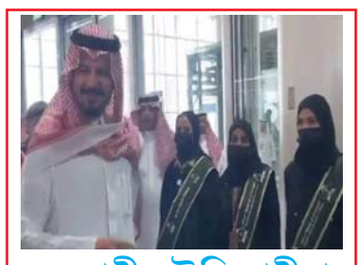

বহুভাষী সৌদি নারীরা হজ যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছেন

● ● ● ●

সারে-জমিন

বিজেপিকে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে হবে: অভিষেক

রূপসী বাংলা

ইসরায়েলের উপর আমেরিকার প্রভাব কতটা অবশিষ্ট আছে

সম্পাদকীয়

ইসলামি দুনিয়ার মনীষীতুল্য কয়েকজন ঐতিহাসিক

রবি-আসর

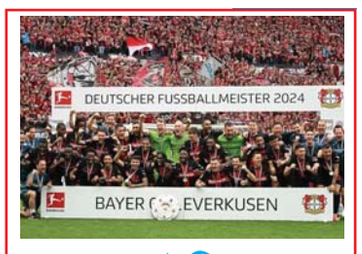

নতুন ইতিহাস গড়ল বায়ার লেভারকুসেন

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৯ মে, ২০২৪
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১০ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 135 ■ Daily APONZONE ■ 19 May 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

৪০০ আসন নিয়ে এনডিএ ক্ষমতায় এলে মন্দির বারাণসী, মথুরায়: হিমন্ত

আপনজন ডেস্ক: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার বলেছেন, এনডিএ ৪০০ টিরও বেশি লোকসভা আসন জিতে ক্ষমতায় ফিরলে বারাণসী ও মথুরায় বিশাল মন্দির নির্মাণ করা হবে এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ নিশ্চিত করবে যে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর, যা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, দেশে ফিরে আসবে।

মুজফফরপুর ও সিওয়ান লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ফের ক্ষমতায় এলে দেশজুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়ন করব। মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি প্রাঙ্গণে একটি মন্দির নির্মাণ করব এবং বারাণসীতে জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গায় কাশী বিশ্বনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

বিজেপির ৪২০ গ্যারান্টি বিশ্বাস করবেন না, আহ্বান মমতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বিষ্ণুপুর
জিয়াউল হক ● গোঘাট

আপনজন: শনিবার তৃণমূল সুপ্রিম তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে বিষ্ণুপুর পৌর শহরের বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে একটি নির্বাচনী জনসভা করেন। সেই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন , আপনারা বলুন তো ওই ছেলেটাকে ভোট দিয়ে কি লাভ আমি ওর নাম বলতেও চাই না । সুজাতা কি করে ওকে বিয়ে করেছিল ভগবান জানে। অবশ্য কেউ কাউকে ভালবাসতেই পারে আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না । এছাররাও তিনি বলেন, আমার কাছে অনেক ফটো আছে সুজাতা যা ঝগরুটে আমি যদি দিয়ে দিই ফটোগুলো তাহলে ও ইলেকশন রেখে আগে যাবে ঝগড়া করতে। তোমার কাছে যা ফটো আছে তার থেকে আমার কাছে বেশি ফটো আছে। এই তো হচ্ছে নেতা, ওরা নেতা নয় ওরা হচ্ছে ন্যাতা । এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও 'চোর' বলার আগে প্রধানমন্ত্রীর উচিত নিজের চোরের দলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। বিজেপি বাংলাকে তার প্রাপ্য দিতে চায় না এবং এর জন্য এআইটিসিকে চোর হিসাবে চিহ্নিত করছে। সবচেয়ে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি। তাদের সব প্রার্থীই বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। পাশাপাশি মঞ্চেই সুজাতা মন্ডল মুখ্যমন্ত্রীকে সৌমিত্র খাঁর সম্পত্তির হিসেব দেন। বলেন, বিষ্ণুপুরের প্রার্থীর প্রাক্তন স্ত্রীর নামে ৬টি বাড়ি ও বিপুল সম্পত্তি রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে টেলিফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিন হুগলির গোঘাটেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করেন। আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে সভায় মমতা বলেন, মোদিবাবু বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও রান্নার গ্যাস দেওয়ার দাবি করছেন। কিন্তু তিনি কি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন? তিনি কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন? এই ৪২০ গ্যারান্টি বিশ্বাস করবেন না। এসব বিজ্ঞাপনে তারা যা উল্লেখ করেছে তা ভুয়া। মমতা আরও বলেন, আমি জানি না ইসিআই কীভাবে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের অনুমতি দিচ্ছে, বিবৃতি হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে, প্রকাশকের নাম ছাড়া। এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বিজেপি এত সম্পদ জোগাড় করল কী করে? বাংলার গরিব এমজিএনরেগা কর্মী এবং আবাস যোজনার সুবিধাভোগীদের জন্য বিজেপির কাছে টাকা ছিল না কিন্তু এখন মোদিবাবু নিজের প্রচার ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যবহার করছেন মোদিবাবুর সঙ্গে বাঙালিরা আছে বলে উনি গল্প বুনছেন- আরেকটা মিথ্যা। এখানে তার সঙ্গে কেউ নেই। বাঙালি তাকে পছন্দ করে না। মানুষের মন জয় করতে হলে হৃদয় দরকার, বিজ্ঞাপন নয়। সন্দেশখালি সম্পর্কে মমতা বলেন, সন্দেশখালির নারীরা কি আমাদের মা-বোনেরা নয়? এমনকি তারা কী স্বাক্ষর করেছেন তাও জানতে দেওয়া হয়নি। বিজেপি যা করেছে তাতে কি লজ্জিত নয়? বিজেপির সন্দেশখালি ষড়যন্ত্র মানুষ ভুলবে না, যতদিন বেঁচে থাকবে এবং কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা মনে রাখবে ওরা (বিজেপি) আমাদের দেবতাদের মূর্তি সরিয়ে মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে দাঙ্গা ছড়ানোর চেষ্টা করে। আমি রাজ্য জুড়ে প্রশাসনকে সতর্ক করব এবং তাদের পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে বলব। বিজেপির সন্দেশখালি ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাওয়ার পর এটাই তাদের (বিজেপির) পরিকল্পনা– ওরা আমাদের দেবদেবীর মূর্তি সরানোর চেষ্টা করবে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করবে। খেয়াল রাখবেন এমন ঘটনা যেন কোথাও না ঘটে। কোথাও এমন ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এর সুরাহা করা এবং মূর্তিগুলিকে যথাসম্মানের সঙ্গে স্থাপন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। মমতা বলেন, বাংলায় কোনও জোট না থাকলেও আমরা জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে আছি। এই জোটের নাম আমি দিয়েছিলাম ইন্ডিয়া, যে কারণে তারা সংবিধান থেকে ইন্ডিয়া নামটি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। মোদি সরকার ফের ক্ষমতায় এলে আর নির্বাচন হবে না এবং সংবিধান বিপদে পড়বে।

অধীর চৌধুরি নন, মমতার সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্ত নেবেন হাইকমান্ড: মল্লিকার্জুন খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্য করায় দলের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে তিরস্কার করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মুম্বইয়ে শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ারের সাথে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অধীর রঞ্জন চৌধুরির মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে খাড়গে তার উত্তর দেন। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন না এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে মন্তব্য করার বিতর্কের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার বলেছেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল থাকবে কিনা তা দলের হাইকমান্ডই সিদ্ধান্ত নেবেন, অধীর নন। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জনের মন্তব্য নিয়ে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন। শীর্ষ নেতা ও হাইকমান্ড সেটা ঠিক করবেন, আর যারা তা মানবেন না, তারা দলের বাইরে থাকবেন। খাড়গে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি বাইরে থেকে ইন্ডিয়া সরকারকে সমর্থন করবেন। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়গে বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ আমলে কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। ক্ষমতায় এলে বিরোধী ফ্রন্ট ভারতকে বাইরের দিকে সমর্থন দেবেন বলে মন্তব্য করার পর ১৬ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোটের অন্যতম অংশ এবং এটি নিয়ে পরবর্তী সরকার গঠন করবেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে সিপিআই (এম) ও কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা, যারা ইন্ডিয়া জোটের অংশ, তারা হাত মিলিয়েছে এবং রাজ্যে বিজেপিকে সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে এসেছিল তৃণমূল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্য করার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী শনিবার বলেন,তিনি এমন একজনকে স্বাগত জানাতে পারেন না যিনি "কংগ্রেসকে শেষ করে দিতে" চান। অধীর চৌধুরী আগেই বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুবিধাবাদী নেতা, যাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। শনিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর চৌধুরী বলেন, আমি কংগ্রেসের পদাতিক সৈনিক বলেই এই লড়াই থামাতে পারব না। এটা আমার আদর্শগত বিরোধিতা। কেউ কংগ্রেসকে শেষ করার চেষ্টা করবে এবং আমি সেই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাব, এটি হতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই। এটা পশ্চিমবঙ্গে আমার দলকে বাঁচানোর লড়াই।

উত্তরপ্রদেশ সরকার বেতন বন্ধ করে দেওয়ায় অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন মাদ্রাসা-শিক্ষকরা

আলামুল্লাহ ● নয়া দিল্লি

আপনজন: উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসাগুলিতে হাজার হাজার আধুনিক শিক্ষক বকেয়া বেতনের কারণে মারাত্মক আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন। পরিস্থিতি মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরেছে, যার লক্ষ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক স্কুলগুলিতে সমসাময়িক শিক্ষাকে একীভূত করা তবে তহবিলের সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে।

রাজ্যের রাজধানী লখনউ থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে বারাবাঁকির বাসিন্দা মোহাম্মদ আকরাম আনসারি ২০১২ সাল থেকে একটি মাদ্রাসায় গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজি পড়াচ্ছেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মাসে ১২ হাজার টাকা পেতাম। অখিলেশ যাদব (সমাজবাদী পার্টি) ক্ষমতায় থাকাকালীন আমি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা পেতে শুরু করি, তাই আমি মাসে ১৫,০০০ টাকা পেতাম। কিন্তু এখন কিছুই পাচ্ছি না।

মাদ্রাসার ছাত্রদের এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে একটি ল্যাপটপ রাখতে চান বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আকরাম। তিনি বলেন, আমাদের মনে হচ্ছে এবার একটা বাটি হাতে আসবে। আমরা এখন গাড়ি চালাচ্ছি। এক দফায় ২০ টাকা পাই, আর ১৫০ টাকার কাজ একদিনে হয়। ২০১২ সাল থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মাত্র তিন বছরের সাম্মানিক পেয়েছি।

তিনি বলেন, আমাদের লট নম্বর ছিল ২৭৩, শিক্ষকদের অনেক টাকা বকেয়া ছিল। এই অধিবেশনের জন্য আমরা এপ্রিল ও মে মাসের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি। আমার পরিবারে পাঁচজন সদস্য; তিন হাজার টাকা খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

ব্যাপক সংকটের মুখে শিক্ষকরা

আকরামের গল্পটি উত্তরপ্রদেশের অনেক আধুনিক শিক্ষকের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁদের দাবি, বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন পাচ্ছেন না এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে বাড়তি বেতন বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ইফতিখার জাভেদ আহমেদ বলেন, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে গত এক বছর ধরে টাকা আসেনি, অথচ ছয় বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে।

মাদ্রাসাগুলিতে হিন্দি, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ভাষায় শিক্ষা প্রদানের জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্প চালু করেছিল। পরে এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাখা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় স্নাতকদের প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তরদের ১২,০০০ টাকা বেতন দেওয়া হত। এছাড়াও, উত্তরপ্রদেশ সরকার অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে: স্নাতক শিক্ষকদের জন্য ২,০০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য ৩,০০০ টাকা, ২০১৪ সালে ঘোষিত একটি নীতি।

উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে ৭,৪৪২টি নথিভুক্ত মাদ্রাসায় ২১ হাজারেরও বেশি আধুনিক শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকেই প্রায় ১০ লক্ষ পড়ুয়াকে হিন্দি, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয় পড়াচ্ছেন তাঁরা। নিবন্ধিত মাদ্রাসার মধ্যে ৫৬০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত।

এই শিক্ষকদের আর্থিক সংগ্রাম মারাত্মক। বারাবাঁকির সাহাদাতগঞ্জ শহরের মহম্মদ সুফিয়ান আনসারী বলেন, আমি গত ১২ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা পেতাম। কিন্তু গত সাত বছর ধরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো সাম্মানিক পাইনি। আমি ইংরেজি ও গণিত পড়াতাম। কিছু সেলাইয়ের কাজ দিয়ে সংসার চালাচ্ছি, দিনে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা আয় করছি। চারজনের পরিবার থাকতে এত কম টাকায় আমরা চলবে কী করে?

সুফিয়ান আরো বলেন, নির্বাচনে নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবাই আমাদের ভুলে যায়।

বৃহত্তর প্রভাব

আর্থিক সহায়তার অভাবে অনেক শিক্ষক বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছেন। সাহাদাতগঞ্জের জায়েদ আনসারী ২০০৯ সাল থেকে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন এবং প্রতিবন্ধী। তাঁর কথায়, বাড়িতে অনাহারের মতো অবস্থা রয়েছে। একটি পরিবার গড়ে তোলা আমার জন্য চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম নয়। আমার বৃদ্ধ মা ও তিন সন্তানের দায়িত্ব আমার ওপর। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁতের কাজ করছি।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি গত বছর রাজ্যসভায় বলেছিলেন যে মাদ্রাসাগুলিতে গুণমান শিক্ষা প্রদানের প্রকল্প (এসপিকিউইএম) চাহিদা ভিত্তিক ছিল এবং ২০২২ সালের ৩ মার্চের মধ্যে কার্যকর করা হবে। ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু বিষয়ক অধিকর্তার একটি চিঠিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের পাঠানো একটি চিঠিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকার সাম্মানিক ভাতা আটকে দিচ্ছে। কারণ এটি এসপিকিউইএম-এর সাথে যুক্ত একটি পরিপূরক প্রকল্প। মাদ্রাসা বোর্ডের ড. আহমেদ যুক্তি দেখান সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেন, মাদ্রাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসপিকিউইএমের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় এক হাতে কুরআন আর অন্য হাতে ল্যাপটপের স্বপ্ন আর কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না।

উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দানিশ আজাদ আনসারি বলেন, যোগী আদিত্যনাথ সরকার মাদ্রাসার শিক্ষকদের আধুনিকীকরণের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। যেহেতু কেন্দ্র সাম্মানিক ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে, সেটাও প্রযুক্তিগত কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এই সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে তার আশা।

প্রথম নজর

বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে এলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম। বর্তমানে জেলা সদর বালুরঘাট রেল স্টেশন অমৃত ভারত রেল প্রকল্পের আওতায় এসেছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় বালুরঘাট রেলস্টেশনে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এদিন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন ডিআরএম। সঙ্গে ছিলেন রেলের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। তাঁরা সরেজমিনে রেলের নানা উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।

এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'আগামী তিন মাসের মধ্যে বালুরঘাট রেল স্টেশনে তৃতীয় প্ল্যাটফর্ম এবং তার বৈদ্যুতিকরনের কাজ শেষ হবে। পিট লাইনের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। সিক লাইন ও স্কেলেটরের কাজ দ্রুত শেষ করবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

আত্মঘাতী যুবক, ক্যানিং এলাকায় শোক

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম কারিবুল শেখ (২০)।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত মঠেরদিঘীর ফকিরতোকিয়া গ্রামের যুবক কারিবুল।শনিবার সকালে তার বাড়িতে বচসা হয়। পরিবারের লোকজন তাকে বকাঝকা করে।এরপর অভিমানে সকলের অলক্ষ্যে বিষ খায় ওই যুবক। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে।অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর গ্রামে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে।

উলুবেড়িয়ায় নির্বাচন কমিশনের বৈঠক

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: পঞ্চম দফার উলুবেড়িয়ার লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর জাতীয় নির্বাচন কমিশন।সেই মোতাবেক শুক্রবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক অফিসে চলে তিন পর্যবেক্ষকের বিশেষ বৈঠক। ভোটের কাজে যুক্ত আধিকারিক,কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে উলুবেড়িয়া লোকসভার প্রতি বুথে বুথেই নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ করা হবে বলে জানিয়েছেন সাধারণ পর্যবেক্ষক মহিন্দর পাল।পঞ্চম দফার উলুবেড়িয়া লোকসভার নির্বাচন ২০-শে মে সোমবার।মোট বুথের সংখ্যা ১৮৬৩ ।এই লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ১১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই এলাকায় টহল দেওয়াও শুরু করেছে।শুক্রবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক অফিসে চলে তিন পর্যবেক্ষকের বিশেষ বৈঠক।যেখানে হাজির ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসন,ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক এবং গ্রামীণ জেলা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক ও বাহিনীর আধিকারিকরা।পর্যবেক্ষকেরা জানান,ভোটের কাজে যুক্ত আধিকারিক,কর্মী এবং ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়াতে তাঁরা বিভিন্ন পদক্ষেপ করছেন।এর মূল উদ্দেশ্য ভোটাররা যেন বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে আসেন এবং ভোটগ্রহণ যেন নির্বিঘ্নে হয়।বৈঠক শেষে সাধারণ পর্যবেক্ষক মহিন্দর পাল,"আমরা ঠিক করেছি,নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রতিটি বুথ এলাকায় রুটমার্চ করবে।এতে সাধারণ ভোটারদের মনে আস্থা জোগানো যাবে।বাহিনী-কে সে ভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।একই সাথে তিনি জানান,যদি আলাদা করে কোন অভিযোগ আসে,সেগুলি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে।উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক অফিসের পাশাপাশি পর্যবেক্ষকেরা এদিন বাগনান-২নং ব্লক অফিসেও যান।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি, চাঞ্চল্য

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: লোককসভা নির্বাচন মিটতেই ফের বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সালার এলাকা। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মহম্মদ আজাহারউদ্দিন ওরফে সিজারের বাড়িতে বোমাবাজি করার ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, তৃণমূলের ভরতপুর-২ ব্লকের সভাপতির অনুগামীরা ওই বোমাবাজি করেছে। ভোট মিটতেই দলীয় নেতার ওপর ব্লক সভাপতির লোকজনের এই বোমাবাজি করার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূলের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

সিজার তৃণমূল কংগ্রেসের ভরতপুর-২ ব্লক প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে তিনি তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। শনিবার সাত সকালে সালার থানার উজুনিয়া গ্রামে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরতপুর-২ ব্লক প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী বোমাবাজি শুরু করে। সেই সময় তৃণমূল নেতার বাড়ির লোকজন তালাবন্ধ করে ভিতরেই থেকে যায়। বোমাবাজির খবর পেয়ে সালার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেই সময় বোমার আঘাতে এক পুলিশকর্মী জখম হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসকদলের ব্লক সভাপতি অত্যাচারে প্রাণ নাশের আশঙ্কায় আতঙ্কিত প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা আজহারউদ্দিন সিজার। ইতিমধ্যেই তিনি থানায় অভিযোগ জানিয়েছে।

খোলা হাটে সরকারি লোগো লাগানো ত্রাণের ত্রিপল বিক্রির ঘটনায় উত্তেজনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: খোলা হাটের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে সরকারি ছাপ মারা ত্রাণের ত্রিপল। রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা ছবিসহ ত্রিপল বিক্রির ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্রেতারা হাটের মানুষজনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে পেরে যতটা সম্ভব ত্রিপল গুটিয়ে একটি গাড়ি করে পালিয়ে যায়। যদিও কিছু ত্রিপল আটক করতে পেরেছে হাটের মানুষজন। এরপরেই অভিযোগ দায়ের হয় প্রশাসনের কাছে। প্রশাসন ঘটনার তদন্তে নেমেছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মানিকচকের মথুরাপুর হাটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বেশকিছু ক্রেতা এই ত্রিপাল গুলি বিক্রি করতে দেখেন হাটের মধ্যে। যাঁরা প্রতিবাদ করে আটক করে ত্রিপাল গুলি।

পরবর্তীতে দেখা যায় আরো বেশ কিছু দোকানে একইভাবে বিক্রি হচ্ছে সরকারি প্রাণের ত্রিপল। এক একটি ট্রিপল এর দাম প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। শয়ে শয়ে ত্রিপল বিক্রি চলছিল হাটে। বেশির ভাগ ত্রিপল নিয়ে বিক্রেতারা পালিয়ে গেলেও প্রায় শতাধিকেরও বেশি সরকারি ত্রিপল উদ্ধার হয়। ক্রেতাদের অভিযোগ কিভাবে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল দুঃস্থ মানুষদের না দিয়ে খোলা বাজারে বা হাটে বিক্রি হচ্ছে। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখুক। এদিকে একাধিক ব্যক্তি সরকারি ত্রিপল বিক্রির অভিযোগ দায়ের করেন প্রশাসনের কাছে। প্রশাসন শীঘ্রই তদন্ত করে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে হবে, কুলতলিতে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে বঙ্গোপসাগরে বলে কুলতলিতে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ দফার নির্বাচন শেষ। এবার বাকি তিনটি দফায় দক্ষিণবঙ্গের আসনগুলোতে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪পরগনার ৪টি আসন এমনিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। এই চারটি আসনে 'বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে হবে' বলে কুলতলির একটি সভা থেকে শনিবার দুপুরে হুঁশিয়ারি দেন ডায়মন্ডহারবারের বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে। শনিবার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কুলতলির জামতলার জালাবেড়িয়ার মাঠে এই জনসভা থেকেই অভিষেকের হুঙ্কার, 'এখানে আর তৃণমূল বিজেপির লড়াইয়ের ভোট নয়, এখানে ভোটের ব্যবধান বাড়ানোর লড়াই।'

এবার কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গড়তে পারছে না বলেও দাবি করেন অভিষেক। এদিনের সভা থেকে অভিষেক বলেন, ' আগামী ৪ ঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোবে কিন্তু বিজেপি এবার সরকার গড়তে পারবে না।'

অভিষেকের কথায়, সরকার গড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপিএল পরিবার গুলিকে বছরে বিনামূল্যে ১০টি করে সিলিন্ডার দেওয়া হবে নতুন ইন্ডিয়া জোট সরকারের তরফে। অভিষেক বলেন, 'স্যাকরার টুকটাক, কামারের এক ঘা। আগামী ১ লা জুন এক কোপে বিজেপিকে বধ করবেন।'

এদিন

অভিষেকের বক্তৃতার মধ্যে উঠে আসে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। রীতিমতো চিত্রনাট্য তৈরি করে সন্দেশখালিতে মহিলাদের দিয়ে মিথ্যা মামলা করানো হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। এরপরেই অভিষেক বলেন, 'আগামী ১ লা জুন মহিলা শোষণকারী এবং নির্যাতনকারী বিজেপির যে ক'জন ছাইপাশ পড়ে রয়েছেন, তাঁদের ঝেঁটিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভাসান দিতে হবে।' একদিকে, সন্দেশখালিতে মহিলাদের দিয়ে এরকম মিথ্যা অভিযোগ রটানো এবং আরেকদিকে, তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য নারীদের নিয়ে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছে বলে সমালোচনা করেন এদিন অভিষেক।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, বিজেপিকে জবাব দেওয়ার ভোট এবার। বিজেপি সমস্ত প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক। ভোটের সময় যখন আসে তখন দিল্লির বিজেপি নেতাদের দেখা যায় বাংলায়, তা ছাড়া কখনও তাদেরকে দেখা যায় না বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন অভিষেক। তার অভিযোগ, প্রাকৃতিক দূর্যোগে কখনই বিজেপিকে পাশে পাননি সুন্দরবনের সাধারণ মানুষজন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ সুন্দরবনবাসী যখন সমস্যায় পড়েছেন ,সবসময় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তাদের পাশে থেকেছেন। এদিনের সভা থেকে দাবি করেন অভিষেক। দিল্লিতে গিয়ে ১০০ দিনের টাকা আনতে পারেন নি বলেই, রাজ্য সরকারি তহবিল থেকে টাকা দিয়েছেন ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের। বিজেপি লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ করতে চায়।

অভিষেক বলেন, যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস আছে ততদিন লক্ষীর ভান্ডার চলবে বলে জানান তিনি। প্রধান মন্ত্রী চাইলেও বন্ধ হবে না লক্ষীর ভান্ডার। লোকসভা ভোটের পর তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্র থেকে টাকা এনে সাধারণ মানুষকে ১০০ দিনের টাকা দেবেন বলেও দাবি করেন অভিষেক। গত দশ বছরে লাগাতার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এবারের লড়াই মানুষের অধিকারকে সামনে রেখে লড়াই বলে জানান অভিষেক।

তিনি বলেন, এখানে বোতাম টিপবেন ভূমিকম্প হবে দিল্লিতে।

তীব্র জল কষ্টে ভুগছে শতাধিক পরিবার, বিক্ষোভ গ্রামের মহিলাদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় শান্তিপুরে বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছে জলের লাইন,কিন্তু দীর্ঘ এক বছর ধরে তারা জলের পরিষেবা পান না।গরমের মধ্যেই তীব্র জল কষ্টে ভুগছে শতাধিক পরিবার। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধায়ককে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি।এবার জল সরবরাহ কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল একাধিক মহিলা।তাদের দাবি,অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে আগামী দিনে বড়সড় আন্দোলনের পথে নামবে তারা। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর ব্লকে বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা সুপ্রিয়া বিশ্বাস দাবি করেন, বেশ কয়েক বছর আগে বাহাদুরপুর এলাকায় একটি পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল এখনো সঠিকভাবে জলের পরিষেবা পাননা এলাকাবাসী। অভিযোগ ওঠে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। মূলত এই জল প্রকল্পে যতগুলি বাড়ির পরিষেবা পাওয়ার কথা তার থেকেও বেশি বাড়িতে জলের লাইন দেওয়া হয়েছে। যার কারণে জল পরিষেবা দিতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে যায় মেশিন। এলাকাবাসীর অভিযোগ তারা বেশ কয়েক বছর আগেই এই পানীয় জলের লাইন বাড়িতে পেলেও কিন্তু জল পান না তারা। জল আনতে পাশের পাড়ায় যেতে হয় তাদের। এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধায়ককেও জানানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন জল প্রকল্পের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে যাতে বাড়িতে জল পরিষেবা পায় তার ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে। এবিষয়ে বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে জল সরবরাহ অপরোটারকে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয় পাশাপাশি বিডিওকে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেয় তারা।

পঞ্চম দফায় বনগাঁ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসনে

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে ১৫ জন প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী পঞ্চম দফার নির্বাচনে রাজ্যের নিরিখে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রার্থী তালিকায় থাকছে, তৃণমূল, বিজেপি, বিএসপি, কংগ্রেসের একজন করে এবং অন্যান্য দলের ৪ জন এবং নির্দল প্রার্থী ৭ জন, সবমিলিয়ে ১৫ জন।

উল্লেখ্য সোমবার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে পঞ্চম দফার নির্বাচন । আর তারজন্য শনিবার বিকেল ৫টায় শেষ হয়েছে ভোটপ্রচার । শেষ দিনের ভোটপ্রচারে ঝড় তুললেন সব দলের প্রার্থীরাই । এদিন তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে চমকপ্রদ প্রচার সারলেন প্রার্থীরা ।

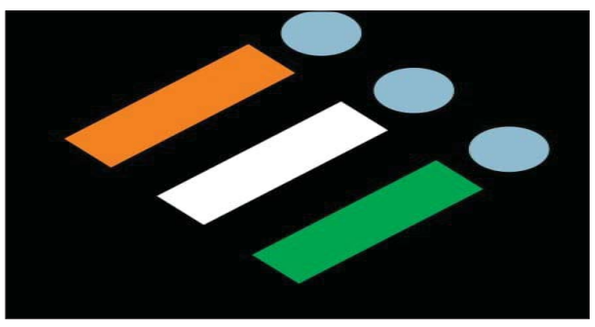

পঞ্চম দফায় এই রাজ্যের ৭টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আর সেই কেন্দ্রগুলি হল- হুগলি, আরামবাগ, শ্রীরামপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বনগাঁ এবং ব্যারাকপুর।

পাশাপাশি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অধিনে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে যেগুলি কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে সব মিলেয়ে পোলিং স্টেশন রয়েছে ১৯৩০ টি, যার মধ্যে স্পর্শকাতর পোলিং স্টেশন রয়েছে ৫৫০ টি । এই কেন্দ্রে পুরুষ ভোটার ৯৩৪৮৮৪ জন, মহিলা ভোটার ৯০১৪১৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭১ জন। সব মিলিয়ে এই কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ১৮৩৬৩৭৪ জন। যারা ভাগ্য নির্ধারণ করবেন কে হবেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রর সাংসদ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

করণদিঘিতে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু, পলাতক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘী

আপনজন: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক এবং আহত আরো এক ব্যক্তির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লক অন্তর্গত মহেশপুর রাজ্য সড়কে। জানা গেছে মহেশপুর গ্রামের জহুরুল হক মাঠে থেকে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন এমন সময় রায়গঞ্জ মুখী একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সাইকেল নিয়ে ছিটকে লরির চাকার তলায় পড়ে যান জহুরুল হক, লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় করণদিঘী থানার রাসাখোয়া ফাঁড়ির পুলিশ, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। লরিচালক ঘটনাস্থল থেকে পলাতক। তার সন্দানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বিরোধীদের উৎখাতের ডাক নুরুলের সভায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: শাসনের মাটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি, শনিবার শাসনে মহা মিছিল থেকে বিরোধীদের উৎখাতের ডাক তৃণমূল নেতৃবৃন্দের। সম্প্রতি শাসনের মাটিতে রাজনৈতিক হিংসার খন্ড চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।আর শনিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলামের উপস্থিতিতে শাসনে মহা মিছিল প্রমাণ করে এখানকার শান্তি প্রিয় মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ উপেক্ষা করে মা মাটি মানুষের পাশে আছে। হাজি নুরুল বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন প্রমাণ করবে বাম আইএসএফের নোংরামি ধরে ফেলেছে এলাকার মানুষ। উপস্থিত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, ইফতেখার উদ্দিন, জিয়াউল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, রঞ্জিত দাস, মৌসুমী ঘোষ সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।

বিকল ট্রান্সফর্মার মেরামতির দাবিতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিকল ট্রান্সফর্মার মেরামতির দাবীতে বিদ্যুৎ অফিসে ঘেরাও, বিক্ষোভ। বিক্ষোভ তুলতে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ। পুলিশের লাঠির 'আঘাতে গুরুতর আহত একাধিক বিক্ষোভকারী। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার গাজোল থানার শাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলনাগড়া এলাকায়। জানা গেছে, এদিন ওই এলাকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার হঠাৎ করে বিকল হয়ে যায়। সেই বিকল ট্রান্সফর্মার সারিয়ে তোলার দাবীতে গ্রামবাসীরা গাজোল পাওয়ার হাউসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টার করে। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্তে না আসায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। সেই লাঠিচার্জেই বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী গুরুতর আহত হয়। যারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে।

প্রথম নজর

আফগানিস্তানে ফের ভারি বৃষ্টিপাত-বন্যায় অর্ধশত লোকের প্রাণহানি

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের মধ্যাঞ্চলীয় ঘোর প্রদেশে ভারি বৃষ্টিপাত ও বন্যায় অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেকে। এছাড়া হাজার হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।
শনিবার (১৮ মে) দেশটির কর্তৃপক্ষ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।
পুলিশের মুখপাত্র আব্দুল রহমান বাদরি বলেছেন, 'বন্যায় ঘোর প্রদেশে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। বেশকিছু দিনে ধরে যে ভয়াবহ বন্যাগুলো হয়েছে তাতে হাজার হাজার গবাদিপশু মারা গেছে। শত শত হেক্টর কৃষিজমি, শত শত সেতু, কালভার্ট ও হাজার হাজার গাছ ধ্বংস হয়েছে।'
ঘোর প্রদেশের গভর্নরের মুখপাত্র আব্দুল ওয়াহিদ হামাস বলেছেন, 'প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, কয়েক ডজন মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছে।'
ঘোরের তথ্য বিভাগের প্রধান মাওলাউই আব্দুল হাই জাইম বলেছেন, 'শুক্রবার (১৭ মে) বৃষ্টি ও বন্যা শুরু হয়েছে। প্রবল বর্ষণে কতজন আহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও জানা যায়নি।'
তিনি জানিয়েছেন, প্রদেশটির রাজধানী ফিরোজ কোহতে ২ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো ৪ হাজার বসতি। ২ হাজারেরও বেশি দোকান পানিতে তলিয়ে গেছে।
গত সপ্তাহে, তালেবানের শরণার্থীবিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেছিল, আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শুক্রবার নতুন করে হওয়া বন্যার ফলে দেশটিতে বন্যায় মোট নিহতের সংখ্যা ৩৬৫ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছে ১ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি।
আফগানিস্তান একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জাতিসংঘ আফগানিস্তানকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি বলে বিবেচনা করে।

১২ সেকেন্ডে চুরি ২০০ কোটি টাকারও বেশি

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ১২ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে দুই মার্কিন ভাই ইথেরিয়াম থেকে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছেন, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি। অভিযুক্ত আন্তন পেরেয়ার-বুয়েনো (২৪) এবং জেমস পেরেয়ার-বুয়েনো (২৮)– দুই ভাই ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তারা ২০২৩ সালের এপ্রিলে অপারেশনটি করেছিলেন বলে জানা গেছে। মার্কিন বিচার বিভাগ বলেছে, কথিত এই ক্রিপ্টো ডাকাতির ঘটনাটি এ ধরণের প্রথম ঘটনা। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এমআইটিতে তারা যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন সেই পড়াশোনাকে কাজে লাগিয়েই ৩০০ কোটি টাকা চুরি করেছিলেন আন্তন ও জেমস। কাজটি করার সময় দুই ভাই একটি সফটওয়্যার কোডের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ক্লোজ হয়ে যাওয়া একটি লেনদেনে প্রবেশ করে ক্রিপটো মুদ্রার গতিবিধি পরিবর্তন করে। এরপর মাত্র ১২ সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লোপাট করেন ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বর্তমানে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অর্থ জালিয়াতি এবং পাচারের মতো ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে আন্তনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোস্টন থেকে, আর জেমসকে গ্রেপ্তার করা হয় নিউইয়র্কে। গ্রেপ্তারের ঘটনায় তাদের আইনজীবীদের কাছে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলে প্রাথমিকভাবে তারা কোনো সাড়া দেননি।
কৌঁসুলিরা দাবি করেছেন, চুরি করার পর আন্তন ও জেমস তহবিল ফেরত দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা তাদের চুরি করা ক্রিপটো মুদ্রা লুকানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যা তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হিসেবে কাজ করবে।

বহুভাষী সৌদি নারীরা হজ যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছেন

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর হজযাত্রীদের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা সংযোজন করেছে সৌদি আরব। এ ব্যবস্থায় মদিনার প্রিন্স মোহম্মদ বিন আবদুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে হজযাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছেন বহুভাষী সৌদি নারীরা।
বিভিন্ন দেশ ও ভাষার তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে দক্ষ করে তোলা হয়েছে এসব নারীকে।
দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে সৌদি নারীদের প্রশিক্ষণ নেয়ার একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, এয়ারপোর্টের ভেতর কয়েকজন সৌদি নারী ইংরেজি, ফরাসি, তুর্কি এবং ইন্দোনেশীয়সহ বিভিন্ন ভাষায় স্বাগত জানাবার উক্তিগুলো অনুশীলন করছেন।
মদিনার আমির সালমান বিন সুলতান এয়ারপোর্টে প্রশিক্ষিত নারীদের উপস্থিতির প্রশংসা করেছেন। সম্প্রতি তিনি হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা বিষয়ক প্রস্তুতি দেখতে এয়ারপোর্ট পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

বন্ধু হারাচ্ছে ইসরায়েল, নানামুখী চাপে নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত হয়েছে ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। নতুন করে রাফাহ শহরে স্থল অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার, যেখানে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি তাঁবু খাটিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এর পাশাপাশি গাজায় চলছে চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা।
এ অবস্থায় এ অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন, অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বিশ্বে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে যখন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস অতর্কিত হামলা চালায়, তখনো নেতানিয়াহুর সরকার পশ্চিমা বিশ্বের থেকে খোলাহাতে সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু এরপর ইসরায়েল যে নারকীয় বিভীষিকা চালিয়ে যাচ্ছে, তা বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করেছে। এই মুহূর্তে ইসরায়েলি প্রশাসনের রাফা অভিযান পশ্চিমা দুনিয়াসহ সারা বিশ্বেরই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়িঁয়েছে।
জানা গেছে, রাফায় হামলা হলে অনেক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চলতি মাসে ইসরায়েলে সাড়ে তিন হাজার বোমা পাঠানো স্থগিত করেছেন। এরপরও ইসরায়েল মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পাশে রয়েছে। যদিও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। গাজা ইস্যুতে ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। চলমান পরিস্থিতিতে পরম মিত্র যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকলেও ইউরোপে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ইসরায়েলের। নেতানিয়াহুর পশ্চিমা বন্ধুরা এখন তার টুঁটি চেপে ধরেছেন।
সারা দুনিয়া একদিকে আর নেতানিয়াহু একদিকে। কারো কথা গায়েই মাখছেন না তিনি। গাজায় নিরপরাধ নারী ও শিশুসহ প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যার কুশীলব নেতানিয়াহুকে, কেউই যেন থামাতে পারছে না। তবে বিশ্বজুড়ে চাপ বাড়ছে নেতানিয়াহুর ওপর। ঘরের ভেতরও জ্বলছে বিক্ষোভের আগুন। এবার সম্ভবত সবচেয়ে বড় ধাক্কাটাই খেতে যাচ্ছেন নেতানিয়াহু।
সম্প্রতি গাজার দক্ষিণের শহর রাফায় বড় ধরনের হামলা বন্ধ করতে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছেন তারই মিত্র ১৩টি দেশ। এছাড়া অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবাধ মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর অনুমতি দিতেও ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে সেই চিঠিতে। তাই মনে করা হচ্ছে, এবার ভালোই চাপে পড়বেন নেতানিয়াহু।
শুক্রবার (১৭ মে) রাতে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহের নিউজ এজেন্সির এক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, জি-৭ দেশগুলো কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। এসব দেশের অধিকাংশের কাছ থেকেই অস্ত্র আমদানি করে ইসরায়েল।
ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাএল কাটজকে পাঠানো ওই চিঠিতে পশ্চিমা মিত্ররা জানায়, আমরা রাফায় পূর্ণ মাত্রার সামরিক অভিযানের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করছি, যা বেসামরিক জনগণের ওপর বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
এই ১৩ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পক্ষ থেকে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ-সুবিধা উন্নত করতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়। তবে একই সঙ্গে আরো পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরায়েল সরকারের কাছে দেওয়া পশ্চিমা দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের চিঠিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে অবশ্যই গাজায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে এবং সেখানে বিধ্বংসী মানবিক সংকট মোকাবিলার উপায় রাখতে হবে। চিঠিতে জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বাকি সব দেশ রয়েছে।

'শয়তানবাদ' প্রচারের দায়ে ইরানে ২৬০ জন গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ইরানে 'শয়তানবাদ' প্রচারের দায়ে ২৬০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭৩টি গাড়িও জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে তিনজন ইউরোপীয় নাগরিকও রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৬ মে) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী। ইরানের আধা-সরকারি বার্তাসংস্থা তাসনিম এ তথ্য জানিয়েছে।
পুলিশের বিবৃতি উদ্ধৃত কর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৬ মে) রাতে তেহরানের পশ্চিমে অবস্থিত শাহরিয়ার শহরে অভিযান চালিয়ে 'শয়তানবাদ প্রচারকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নারী-পুরুষের পোশাক, মুখ ও চুলে শয়তানবাদের প্রতীক ছিল। গ্রেপ্তারদের মধ্যে ১৪৬ জন পুরুষ ও ১১৫ জন নারী রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে মদ ও নিষিদ্ধ মাদক জব্দ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে তেহরানের কাছাকাছি একটি বাগানে অনুষ্ঠিত অননুমোদিত রক কনসার্ট চলাকালে শয়তানের উপাসনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল ইরান পুলিশ।
এরপর ২০০৯ সালের জুলাই মাসে পুলিশ ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আর্দেবিল থেকে একই অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। একই বছরের মে মাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শিরাজ থেকে 'শয়তান-উপাসক' হিসেবে ১০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন গাভিরের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।
এরপর বেন গাভিরের বক্তৃতা চলাকালে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। ইসরায়েলের সম্প্রচারমাধ্যম কান জানিয়েছে, শুক্রবার (১৭ মে) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইসরায়েলি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার অধিবেশন। সেই অধিবেশনেই বেন গাভির এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়। এরপর বেন গাভিরের বক্তৃতার সময় বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। এর প্রতিক্রিয়ায় নেতানিয়াহুর প্রতি বেন গাভির আহ্বান জানান, তিনি (নেতানিয়াহু) যেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে ইয়োভ গ্যালান্টকে বরখাস্ত করেন। কারণ, বেন গাভির যখনই বক্তৃতা দেন তখনই সে স্থান ছেড়ে চলে যান ইয়োভ গ্যালান্ট। ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় গাজা যুদ্ধের নীতি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই মতবিরোধের খবর আসছে প্রকাশ্যে, বিশেষ করে নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্টের মধ্যে। গাজার জন্য যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার প্রশ্নে সরকারের ব্যর্থতার জন্য চলতি সপ্তাহেই খোলাখুলি হতাশা প্রকাশ করেছিলেন ইয়োভ গ্যালান্ট। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভায় সামরিক অভিযানের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিভক্তির এক বিরল প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে আক্রমণ করে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কেমন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে নেতানিয়াহুর কাছ থেকে কোনো দিকনির্দেশনা আসেনি। গ্যালান্ট নেতানিয়াহুকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন যে, গাজায় হামাস পরবর্তী যুগ কেবলমাত্র তখনই শুরু হবে যখন গাজার নিয়ন্ত্রণ নেবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় হামাসের বিকল্প শাসক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। আর ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বার্থেই এমনটি দরকার।
ইয়োভ গ্যালান্ট সে সময় নেতানিয়াহুর উদ্দেশে বলেন, 'সিদ্ধান্তহীনতাও এক ধরনের সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তহীনতা গাজায় কেবল দুটি খারাপ বিকল্প রেখে যাবে–হামাস শাসন বা ইসরায়েলি সামরিক শাসন। এ ঘটনা আমাদের সামরিক অর্জনগুলোকে ক্ষয় করবে, হামাসের ওপর চাপ কমিয়ে দেবে এবং জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি কাঠামো অর্জনের সম্ভাবনাকেও ধ্বংস করবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মোসাদের প্রাক্তন উপপ্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দীর্ঘ আট মাসেরও বেশি সময় ধরে বর্বর হামলা চালিয়ে আসছে দখলদার ইসরায়েল। তবে দীর্ঘ সময় ধরে চলা এ হামলায় একের পর এক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে ইসরায়েলি সেনারা। এমনকি নিজেদের গুলিতে নিজেরা নিহতের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মোসাদের সাবেক উপপ্রধান ও বর্তমান পার্লামেন্ট সদস্য রাম-বেন বারাক।
শনিবার (১৮ মে) তিনি বলেন, গাজায় চলমান যুদ্ধ নিরর্থক। শেষ দিকে এসে এখন ইসরায়েল হেরে যাচ্ছে। এমনকি তারা অর্থনৈতিক পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
ইসরায়েলি পাবলিক রেডিওকে বারাক বলেন, ইসরায়েলের এ যুদ্ধে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে আমরা এ অভিযানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি।
মোসাদের সাবেক উপপ্রধান বলেন, আমাদের একই এলাকায় জোরপূর্বক যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং শেষে এসব জায়গায় আমাদের সেনা হারাতে হচ্ছে।
আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, চলমান যুদ্ধের কারণে ইসরায়েলের অর্থনীতিরও অবনতি হচ্ছে এবং কোথাও আমরা সফল হতে পারছি না।
এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায় সম্প্রতি ইসরায়েলি সরকারকে একটি চিঠি লিখেছে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। ওই চিঠিটে বলা হয়েছে, গাজায় যেন আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে ইসরায়েল। আর মানবিক সহায়তা নিশ্চিতেও ইসরায়েলি সরকারকে চাপ দিয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী এসব দেশ। তাই মনে করা হচ্ছে, এবার ভালোই চাপে পড়বেন নেতানিয়াহু।
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম, গ্রুপ সেভেনের সদস্য দেশ-কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও যুক্তরাজ্য ওই চিঠিতে সই করেছে। তবে পিঠ টান দিয়েছে গ্রুপের অন্যতম সদস্য যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ সেভেনের বাইরেও অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড চিঠিতে সই করেছে। এসব দেশের অধিকাংশের কাছ থেকেই অস্ত্র আমদানি করে ইসরায়েল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৬ মি.

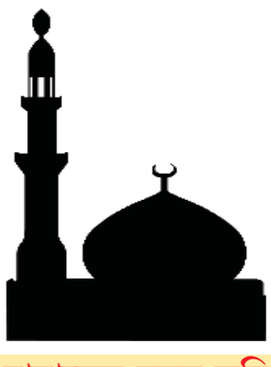

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৫	৪.৫৪
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৬	
এশা	৭.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

তেলের ট্যাঙ্কারে হুথিদের ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে পানামার পতাকাবাহী একটি অপরিশোধিত তেলের ট্যাঙ্কারে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। ইয়েমেনের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত শহর মোখার উপকূলবর্তী কৌশলগত বাব আল-মান্দাব প্রণালীতে এই হামলা চালানো হয়। শনিবার) মেরিটাইম সিকিউরিটি ফার্ম অ্যামব্রে জানিয়েছে, একটি রেডিও যোগাযোগ ইঙ্গিত দেয় যে জাহাজটিতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করেছিল এবং জাহাজটিতে আগুন লেগেছিল। তবে, এটি যোগাযোগের বিশদ বিবরণ দেয়নি।

আফগানিস্তানে বন্দুকধারীদের গুলি, স্প্যানিশ পর্যটকসহ নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে বন্দুকধারীদের গুলিতে একজন আফগান নাগরিক এবং তিন বিদেশি পর্যটক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে।
আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল মতিন কানী জানিয়েছেন, শুক্রবারের বন্দুক হামলার ঘটনায় আরো চার বিদেশি ও তিন আফগান নাগরিক আহত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে কানী বলেন, এই জঘন্য অপরাধের নিন্দা জানায় তালেবান সরকার। তাছাড়া ভুক্তভোগীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।
পাশাপাশি অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ারও নিশ্চিয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে এই হামলার দায় এখনো কেউ স্বীকার করেনি।
এদিকে আফগানিস্তানে হামলায় নিহত নিজেদের তিন নাগরিকের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। তাছাড়া আহত বিদেশিদের মধ্যেও একজন স্প্যানিশ নাগরিক রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা এক পোস্টে বলেছেন, আফগানিস্তানে স্প্যানিশ পর্যটকদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তিনি অবগত। নিহতদের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে : হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একমাত্র মিশরের সঙ্গে রাফা ক্রসিং দিয়ে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেত গাজার ফিলিস্তিনিরা। হামলার তীব্রতা বারিয়ে সেই রাফা ক্রসিংয়ের গাজা অংশের দখল নিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখান দিয়ে গাজায় ত্রাণ প্রবেশও বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এতে গাজার উপকূলে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মানবিক সংকটের মধ্যে থাকায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের মধ্যে ত্রাণ সরবরাহের জন্য ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলে ত্রাণ সরবরাহের জন্য জেটি নির্মাণের কাজ শুরু করে। সম্প্রতি গাজা উপত্যকায় যুক্তরাষ্ট্র অস্থায়ী জেটি নির্মাণ শেষ করার যে ঘোষণা দিয়েছে তাকে 'নিজের কুৎসিত চেহারা ঢেকে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা' বলে উল্লেখ করেছে হামাস। শুক্রবার এক বিবৃতিতে হামাসের মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, গাজা উপকূলের অস্থায়ী জেটি এই উপত্যকার জনগণের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করবে না। আমরা অবিলম্বে স্থল ক্রসিংগুলো খুলে দিয়ে সেই পথে ত্রাণ ও পণ্য আসতে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ সম্পর্কে হামাসের মিডিয়া অফিস আরো জানিয়েছে, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল গাজাবাসীর ওপর যে ভয়াবহ গণহত্যা ও নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে তার প্রতি আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।

১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে

DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN
SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন
পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩৫ সংখ্যা, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১০ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

‘ধীরে চলো, আস্তে বহো’

‘রাজনীতিতে দুর্ঘটনাক্রমে কিছুই ঘটে না; যদি ঘটে, তাহা হইলে চোখ বন্ধ করিয়া বাজি ধরা যায় যে, পূর্ব হইতেই তাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।’ কথাটি বলিয়াছেন ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট। তাহার এই অবজারভেশন অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ। উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমরা সচরাচর এমন সকল ‘দুর্ঘটনা’ ঘটিতে দেখি, যাহা বিশ্বাস করাই কঠিন! বিশেষত, নির্বাচনের সময় এইখানে ঠান্ডা মাথার খেলা চলে। একশ্রেণির নেতাকর্মী পুলিশ-প্রশাসনকে ‘ম্যানেজ’ করিয়া অন্য দলের নেতাকর্মী বা সমর্থকদের কোণঠাসা করিতে হেন কাজ নাই, যাহা করে না। মিথ্যা, বানোয়াট কিংবা তুচ্ছ মামলায় অযাচিত জেল-জুলুমসহ সম্ভাব্য প্রার্থীকে নির্বাচন হইতে দূরে সরাইয়া দিবার সকল ধরনের বন্দোবস্ত করা হয়। বিগত জাতীয় ও বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচন এই প্রবণতার বাহিরে ছিল না। সম্ভাব্য প্রার্থী এবং তাহার কর্মী-সমর্থকদের কেবল বাড়িছাড়া, এলাকাছাড়াই করা হয় নাই, তিনি যাহাতে ভোটে দাঁড়াইতে না পারেন, সেই জন্য থানায় ডাকিয়া প্রার্থীকে কঠিনভাবে হুমকিধমকি দিবার ঘটনাও ঘটিয়াছে। আইনি মারপ্যাঁচে সেই সকল প্রার্থী ভোটে অংশ নিতে পারেন নাই স্বভাবতই। এমনও ঘটিয়াছে, নামমাত্র অভিযোগে প্রার্থী বা তাহার অনুসারীদের নির্বাচনের আগে গ্রেফতার করা হইয়াছে; কোর্টে তাহাদের জামিন মিলে নাই, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নির্বাচনের পর তাহারা ঠিকই ছাড়া পাইয়াছেন। বিভিন্ন উঠতি বা পাতিনেতা এবং পুলিশ-প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের একশ্রেণির অসাধু অফিসারের জোগসাজশেই যে এহেন অন্যায়-অপকর্ম চলিতেছে, এই কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখিতে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি মাদক ও চোরাকারবারি, চাঁদাবাজ, মাস্তান বাহিনী লালনপালনকারী নেতাদের ইশারায় এইভাবে বিরোধী নেতাকর্মীকে হেনস্তা, গ্রেফতার করার ফলে রাজনীতির সুস্থ পরিবেশ বিনষ্ট হইতেছে স্বাভাবিকভাবেই। ক্ষমতাকে এইভাবে অপব্যবহার করিবার কারণে জনভোগান্তির পাশাপাশি ঘরছাড়া-এলাকাছাড়া সেই সকল নেতাকর্মীর পরিবার-পরিজন কী অবর্ণনীয় কষ্টে দিন পার করিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বলিয়া কিছু নাই—সুদিন বা দুর্দিন যে কোনো সময় ঘুরিয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেই সকল নেতার কী হইবে, যাহারা জনগণকে ‘সেতু বানাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসেন, যখন সেইখানে কোনো নদীই থাকে না!’ যাহারা ভিন্ন দল ও মতের লোক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করিবার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে ব্যবহার করিতেছেন নিজের খেয়ালখুশিমতো, তাহারা পালাইবেন কোথায়? মনে রাখা দরকার, নেতা নামধারী এই সকল ব্যক্তি অর্থবিত্তের জন্য রাজনীতি করেন, যাহার ফলে তাহারা ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিলেও ক্ষতি হইয়া যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, সমাজ ও দেশের এবং সর্বোপরি সেই রাজনৈতিক দলের, যেইখানে তাহারা আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ সেই নেতাদের কথাতেই সরকারের বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান চলিতেছে! জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত চাল-ডাল, অর্থকড়ি সকলের নাকের ডগা দিয়া পৌঁছাইয়া যাইতেছে সেই সকল নেতাকর্মীর ডেরায়। পুলিশ-প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পৃক্ততা ব্যতীত ইহা কি আদৌ সম্ভব? সরকারের অজ্ঞাতে এই সকল অপকর্ম চলিতে পারে কীভাবে, তাহাও বড় প্রশ্ন! জানিয়া-বুঝিয়া হউক কিংবা অজ্ঞানতাবশত, এই সকল অসাধু নেতাকে বৈতরণি পার করিতে সহায়তা করিবার মধ্য দিয়া পুলিশ-প্রশাসনের ঐ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের ও জনস্বার্থের যেই ক্ষতি সাধন করিতেছেন, তাহার বিহিত হওয়া জরুরি।

স্মর্তব্য, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার রাজনীতি সর্বদাই বিপজ্জনক। ব্যক্তিস্বার্থে আজ যাহারা রাজনীতিকে ব্যবহার করিতেছেন, একদিন না একদিন তাহার হিসাব হইবেই। যাহারা রাজনীতিতে বাজে দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইবেন, তাহাদের খোঁজ হইবেই একটি সময়ে আসিয়া—হউক দশ, বিশ, পঞ্চাশ বা এক শত বত্সর পর। বস্তুত, খারাপ রাজনীতি সমাজে কেবল খারাপ মাত্রাই যোগ করে। বর্তমান সমাজ রাজনৈতিক সচেতনতাপ্রবণ—ইহা ইতিবাচক বটে। কারণ, ইহার ফলে রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আসে। তবে অন্য দলের নেতাকর্মীর উপর দমনপীড়ন চালানো কিংবা তাহাদের নির্বাচনের মাঠছাড়া করিবার সংস্কৃতি সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার পরিপন্থি। ইহার প্রতিক্রিয়াও স্বভাবতই সুখকর হয় না! সুতরাং, সেই সকল নামধারী নেতা এবং তাহাদের সহায়তাকারী আমলাদের উদ্দেশে বলিতে হয়—‘ধীরে চলো, আস্তে বহো’।

ইসরায়েলের উপর আমেরিকার প্রভাব কতটা অবশিষ্ট আছে

গাজার রাফায় রক্তপাত ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের জন্য অনুমোদিত ভারী অস্ত্রের একটি চালান স্থগিত করেছেন। কোন সাহসে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এখনো অবজ্ঞা করে চলেছেন? ইসরায়েলের ওপর আমেরিকার প্রভাব কতটা অবশিষ্ট আছে, তা নিয়ে লিখেছেন **শাকিল আনোয়ার..**

গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়িয়ে চলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ৬ মে ভারী বিধ্বংসী বোমার এক চালান স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়ার দুই দিন যেতে না যেতেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়, গাজায় আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করে ইসরায়েল হয়তো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে। যে মিত্রকে আমেরিকা সব সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করে গেছে, তাদের সম্পর্কে এমন রিপোর্ট দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলতে চাইছেন তিনি আর ধৈর্য ধরতে রাজি নন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বেশ কিছুদিন ধরেই ইসরায়েলি সরকারকে সাবধান করছেন গাজার দক্ষিণে বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের মতো ফিলিস্তিনি শরণার্থীতে ঠাসা শহর রাফায় বড় কোনো সামরিক অভিযান তিনি চান না। কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি পাননি। ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত বুধবার গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্রের চালান স্থগিত করার ঘোষণা দেন। জানা গেছে, এই চালানে রয়েছে ২০০০ পাউন্ড এবং ৫০০ পাউন্ড ওজনের সাড়ে তিন হাজার বোমাসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। গত কয়েক দশকের মধ্যে এমন সিদ্ধান্তের নজির এই প্রথম। কিন্তু তাতে ভয় পেয়ে নেতানিয়াহুর সরকার যে পিছু হটছে, এর কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত এখনো নেই।

গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে লড়াই সাত মাস ছাড়িয়েছে এবং সেই যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। বেসামরিক মানুষের মৃত্যু বাড়তে বাড়তে ৩৫ হাজার ছাড়িয়েছে, যার সিংহভাগই নারী ও শিশু। প্রতিদিন আমেরিকান টিভির পর্দায়, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব মৃতদেহ আর ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ছাপা হচ্ছে।

যেভাবে এল বাইডেনের সিদ্ধান্ত নির্বাচনের বছরে এসব চিত্র নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন শঙ্কিত। কারণ, গাজায় ইসরায়েলকে অস্ত্র আর সমর্থন নিয়ে তাঁর দলের ভেতর বিভক্তি বাড়ছে। জনমত ঘুরে যাচ্ছে। ফলে তিনি এখন এই যুদ্ধের অবসান চাইছেন। জানুয়ারি থেকেই তিনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। ঘন ঘন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনকে জেরুজালেম পাঠিয়েছেন। নিজে ফোন করেছেন অনেকবার। কান দেননি নেতানিয়াহু। উপায়ান্তর না দেখে যুদ্ধ চলার সময়ই আমেরিকার ঘনিষ্ঠতম মিত্র দেশকে অস্ত্র সাহায্য স্থগিত করার বিরল সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

অক্টোবরে গাজায় সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই আমেরিকা ইসরায়েলকে শতাধিক অস্ত্রের চালান অনুমোদন করেছে বলে মার্কিন গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনস হিসাব দিয়েছে। এর মধ্যে বাংকারবিধ্বংসী বোমার মতো বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। অস্ত্র সাহায্যকে কৌশল হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য বাইডেনের ওপর ডেমোক্রেটিক পার্টির একাংশের চাপ বাড়ছিল। আমেরিকার নির্ভরযোগ্য বেশ কটি সংবাদমাধ্যম জানুয়ারি মাস থেকেই খবর দিচ্ছিল, হোয়াইট হাউস যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ইসরায়েলকে রাজি করাতে অস্ত্র সাহায্যকে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করছে।

জানুয়ারির ২৮ তারিখ এনবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছিল, হোয়াইট হাউসের নির্দেশে পেন্টাগন যাচাই করে দেখছে ইসরায়েল কোন কোন অস্ত্র চাইছে, যাতে সেগুলোর চালান আটকে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে বিষয়টি কয়েক মাস ধরে ঝুলছিল। কিন্তু এপ্রিলের শুরুর দিকে ইসরায়েলি বোমায় ত্রাণ সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের সাতজন ত্রাণকর্মীর নিহত হওয়ার ঘটনায় বাইডেন ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে যে বিবৃতি তিনি জারি করেন, তাতে ইসরায়েল সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা ছিল। আর এর এক মাস পর অস্ত্র ও ভারী বোমার চালান স্থগিত করার ওই ঘোষণা। নিউইয়র্ক টাইমস তাদের এক প্রতিবেদনে লিখেছে, একসঙ্গে এত জন ত্রাণকর্মী নিহত হওয়ার ঘটনা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তিনি হয়তো আর ধৈর্য রাখতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাইডেন কি ইসরায়েলকে রাফার বাইরে রাখতে পারবেন? চাপে কাবু হয়ে পড়বেন নেতানিয়াহু? এর কোনো লক্ষণ এখনো নেই। অদূর ভবিষ্যতেও যে তেমন লক্ষণ দেখা যাবে, তা হলফ করে কেউই হয়তো বলতে পারবেন না।

কারণ, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার জেরে রাজনৈতিকভাবে নেতানিয়াহু নিজে যে কাদায় পড়েছেন, তা থেকে কোনোক্রমে মুখরক্ষা করে বেরিয়ে আসা এখন তাঁর এক নম্বর অগ্রাধিকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পছন্দের গুরুত্ব এখন তাঁর কাছে গৌণ। এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় বিবেচনা নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব।

কিন্তু মৌলিক যে বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই গবেষক ও পর্যবেক্ষক মহলে আলোচনা-বিতর্ক হচ্ছে, তা হলো বর্তমানে ইসরায়েলের ওপর আমেরিকার কতটা প্রভাব রয়েছে? একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কি এখন ইসরায়েলকে চাপ দিয়ে তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারবেন? এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই দশকের পর দশক আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্যই ছিল তাদের প্রধান ভরসা। আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের তালিকায় ইসরায়েল সব সময় এক নম্বরে। এখন পর্যন্ত ইসরায়েল আমেরিকার কাছ থেকে কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে। আমেরিকার অত্যাধুনিক ও স্পর্শকাতর অনেক সমরাস্ত্র যে গুটিকয় মিত্রদেশ পায়, ইসরায়েল তার অন্যতম। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রায় শর্তহীন আমেরিকান কূটনৈতিক সাহায্য; যে কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো সমালোচনা-নিন্দার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না ইসরায়েল।

আমেরিকা-ইসরায়েল টানাপোড়েনের নানা পর্ব

জো বাইডেনের আগেও বিভিন্ন সময়ে বেশ কজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সাহায্য আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ইসরায়েলকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে তাতে ফলও তাঁরা পেয়েছিলেন।

আশির দশকে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের জন্য অস্ত্রের চালান আটকে রেখেছিলেন একাধিকবার। ১৯৮২ সালে ফিলিস্তিনি গেরিলাদের বিরুদ্ধে হামলায় ইসরায়েল যখন লেবাননে নির্বিচার বোমা ফেলা শুরু করে এবং নিহত লোকজনের মৃতদেহ যখন প্রতিদিন টিভিতে দেখানো শুরু হয়, খেপে গিয়েছিলেন রিগ্যান। ক্লাস্টার বোমা এবং ৭৫টি এফ-১৬ বিমানের চালান আটকে দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ের ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেগিনকে ফোন করে রীতিমতো ধমক দিয়ে বোমাবর্ষণ বন্ধ এবং সৈন্য প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। পছন্দ না হলেও বেগিন শেষ পর্যন্ত তা শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৮১ সালে আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের বোমা হামলার ঘটনাতেও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রোনাল্ড রিগ্যান। এফ-১৬ বিমানের চালান আটকে রেখেছিলেন বেশ কিছুদিন।

এরও আগে ১৯৫৬ সালে মিসরের সায়ানাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরায়েলকে চাপ দিতে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আইজেনআওয়ার। মিসরের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে ইসরায়েলকে রাজি করাতে পুরো দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার হুমকি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড। এরপর ১৯৯১ সালে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণ নিয়ে বিরোধে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র ইসরায়েলের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ গ্যারান্টির সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিলেন।

আমেরিকানির্ভরতা কমাচ্ছে ইসরায়েল

কিন্তু তখন পর্যন্ত ইসরায়েলের ওপর আমেরিকার চাপ যতটা কাজ করত, তা যে এখন তেমন আর করে না, প্রেসিডেন্ট বাইডেন হয়তো এখন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

কেন করে না—তার কারণ হিসেবে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, ইসরায়েল বিশেষ করে দুই দশক ধরে সচেতন চেষ্টায় আর্থিক-সামরিক এবং এমনকি কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে।

বছর তিনেক আগে মার্কিন সাংবাদিক ম্যাক্স ফিশার ইন্টারপ্রেটার সাময়িকীতে গবেষণাধর্মী তাঁর এক প্রতিবেদনে এক এক করে দেখিয়েছিলেন কীভাবে ইসরায়েল নব্বইয়ের দশক থেকে প্রায় গোপনে ধীরে ধীরে ‘সার্বভৌমত্ব’ অর্জনের চেষ্টা করেছে এবং তাঁর মতে, অনেকটাই সফল হয়েছে। অপরিহার্য অস্ত্র ইসরায়েল এখন নিজেরাই বানাচ্ছে।

আমেরিকান সাহায্যের অঙ্ক এখনো বিশাল, কিন্তু ১০ বছর ধরে ইসরায়েলের অর্থনীতির যে অসামান্য উন্নতি হয়েছে, তাতে নির্ভরতা অনেক কমেছে। ১৯৮১ সালে যেখানে আমেরিকান সাহায্য ইসরায়েলি অর্থনীতির ১০ শতাংশ ছিল, ২০২০ সালে তা দাঁড়ায় মাত্র ১ শতাংশে।

ম্যাক্স ফিশারের মতে, কূটনৈতিক দুনিয়াতেও ইসরায়েল এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী। আমেরিকার অনুমোদন ছাড়াই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছে তারা। এসব দেশকে গোয়েন্দা নজরদারির প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে ইসরায়েল তাদের একটি প্রভাববলয় তৈরির চেষ্টা করছে। ভারতের মতো উপনিবেশবিরোধী দেশও এখন ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

সবচেয়ে বড় কথা, ম্যাক্স ফিশার লিখেছেন, ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংঘাত ইস্যুতে এখন ইসরায়েল আমেরিকার মধ্যস্থতা চায় না এবং তারা মনে করে, এই বিরোধ এককভাবে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা তাদের হয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জনমত জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, সিংহভাগ ইসরায়েলিও এখন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে নিরাসক্ত হয়ে পড়ছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি অন্যায়কে তারা আগের মতো তেমন গ্রাহ্য করে না। ফলে ইসরায়েলি রাজনীতিকদের ওপর এখন এই ইস্যুতে তেমন কোনো গণতান্ত্রিক চাপ নেই। ফলে ফিলিস্তিন ইস্যুতে আমেরিকাকে অগ্রাহ্য করা এখন তাদের জন্য অনেক সহজ।

গত নভেম্বর মাসেও প্রেসিডেন্ট বাইডেন সংঘাতের একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ হিসেবে একাধিকবার স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। গাজায় যুদ্ধ শেষের পর সেখানে নতুন করে ইসরায়েলি দখলদারি কায়েমের চেষ্টা আমেরিকা সমর্থন করবে না বলে সাবধান করেছেন।

নেতানিয়াহু সেসব কথা কানে নেননি।

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইসরায়েল

ইসরায়েল নিয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সাম্প্রতিক সময়ে হয়েছে, সেটি ইসরায়েলকে আরও সাহস জুগিয়েছে। কৌশল বদলে রিপাবলিকান পার্টি এখন শর্তহীনভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার পথ নিয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েল ইস্যুতে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মেরুকরণ শক্ত হচ্ছে। আর এর সুযোগ নিচ্ছেন নেতানিয়াহু। পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি এবং ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি ইস্যুতে তিনি মার্কিন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ওবামাকে খোলাখুলি অপমান করার সাহস দেখিয়েছিলেন। পরে নির্বাচনের সময় তিনি ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণা পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। আর এ জন্য নেতানিয়াহুকে কোনো পরিণতি ভোগ করতে হয়নি।

আমেরিকা একহাতে ইসরায়েলের অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তির ভিত্তি তৈরি করেছে। দশকের পর দশক ধরে তাতে রসদ জুগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই প্রভাব কখনোই তারা ঠিকমতো কাজে লাগায়নি। ফিলিস্তিনি বা আরব ইস্যুতে আমেরিকান নেতারা মাঝেমধ্যেই ইসরায়েলের ওপর নাখোশ হয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষই নিয়েছেন। আর তার ফলে ইসরায়েলের ভেতর আত্মবিশ্বাস জেঁকে বসেছে যে তারা সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের ঘনিষ্ঠতম মিত্রের ওপর আমেরিকা কালে কালে তাদের প্রভাব কতটা খুইয়ে বসেছে, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

শাকিল আনোয়ার সাংবাদিক

সৌ: প্র: আ:

মাছ চাষের আধুনিকীকরণে নয়া যন্ত্রের হদিশ

সাইফুদ্দিন সেখ

একটি আধুনিক যন্ত্র তৈরি করেছি আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র, যেটি দিয়ে খুব সহজেই মাছ চাষ আরো ভালো বা লাভজনক ভাবে করা যাবে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে জলের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন জলের উষ্ণতা, জলে থাকা অক্সিজেন, জলের অম্লতা বা ক্ষার আরো বিভিন্ন উপাদান)উপর নির্ভর করে মাছ সুস্থ থাকে বা বেড়ে ওঠে। আমাদের এই আধুনিক যন্ত্রটা পুকুর, জলাশয়, বা মাছ চাষের ফার্মে ডোবালে দেখিয়ে দেবে আমাদের ভারতবর্ষের যে সমস্ত মাছ(যেমন কাতলা, রুই, চিংড়ি ,মৃগেল ইত্যাদি) চাষ হয়ে থাকে সেগুলির মধ্যে বর্তমান অবস্থায় জলাশয় টিতে কোন মাছটি কত শতাংশ চাষের উপযুক্ত বা কোন মাছটি চাষ করে থাকলে ভালো হবে, এছাড়াও যদি জলাশয় টি অনুপযুক্ত থাকা সত্ত্বেও অন্য মাছ চাষ করতে চায় তাহলে জলের মধ্যে কি কি উপাদান কত পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে হবে দেখিয়ে দেবে। এটিকে ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজলভ্য, জলাশয়ে যন্ত্রটা ডুবালেই সমস্ত তথ্য যন্ত্র টাতে লেগে থাকা ডিসপ্লেতে দেখিয়ে দেবে এবং চাইলেও মোবাইলে সমস্ত কিছু দেখতে পারি।

সাধারণ মানুষের কি উপকারে লাগবে?

এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে কোন মাছ চাষ করলে ভালো উৎপাদন হবে যেহেতু জানতে পারবো সেখানে মাছ চাষিদের মাছ চাষ করা একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে। অপরপক্ষে যদি কোন মাছ চাষি বেশি লাভজনক বা চাহিদাশীল মাছ (যেমন চিংড়ি পমফ্রেট ইত্যাদি) চাষ করতে চাই সেই মাছ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বা জলাশয় তৈরি করে নিতে পারবে, যার ফলে তার ব্যবসা আরো অনেক লাভজনক হয়ে উঠবে। এছাড়াও আমরা যদি দেখি আমাদের ভারতবর্ষে, কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ। ভারতবর্ষ বাইরেও মাছ রপ্তানি করে থাকে যেটি আমাদের ভারতবর্ষের জিডিপির(১ শতাংশ) উপর একটি ভালো প্রভাব রয়েছে। সে অর্থে আমাদের এই যন্ত্রটি সাধারণ মাছ চাষি তথা বড় বড় মাছ চাষের ফার্মকে অনেক উন্নত ,লাভজনক করে তুলবে এবং মাছ চাষিদের জন্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

আপন কণ্ঠ

ব্যক্তিগত জীবন:

আমার নাম সাইফুদ্দিন সেখ আমার গ্রামের নাম লোহাপুর, থানা নলহাটি, জেলা বীরভূমের নিবাসী, আমার প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষ সাইনমাইল স্কুল থেকে ও পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী লোহাপুর রাম মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে এবং আমার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নলহাটি পরিপ্রসাদ হাইস্কুলে কেটেছে। এবং আমার স্নাতক ডিগ্রি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কারিগরি বিভাগে সম্পূর্ণ করার পর, বর্তমানে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এবং টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অন্তগত ইন্টেলিজেন্স অটো মেশিন এন্ড রোবোটিক্স এর শেষ বছরের ছাত্র। এবং আমার স্নাতক ডিগ্রি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কারিগরি বিভাগে সম্পূর্ণ করার পর, বর্তমানে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এবং টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অন্তগত ইন্টেলিজেন্স অটো মেশিন এন্ড রোবোটিক্স এর শেষ বছরের ছাত্র।

উপদেষ্টা/শিক্ষিকা এবং সহকর্মী সদস্য বিবরণ :

মাছ চাষের এই আধুনিক যন্ত্রটি তৈরি করতে আমার বিভাগের আয়োটি ল্যাব ও শিক্ষিকা ডক্টর শেলী সিনা চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপিকা) এবং পি. এইচ.ডি স্কলার আসফাক আলীর (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) অবদান অনেক।

একইসঙ্গে আমার সহকর্মী রনধীর দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স এবং টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অন্তগত ইন্টেলিজেন্স অটো মেশিন এন্ড রোবোটিক্স এর শেষ বছরের ছাত্র) এবং পারভেজ মোশারফ সেখ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কারিগরি বিভাগে শেষ বছরের ছাত্র) এই যন্ত্রটি তৈরি আমাকে করতে সাহায্য করেছে।

আগামী দিনের প্রচেষ্টা:

আমাদের প্রচেষ্টা আগামী দিনে এই মাছ চাষের যন্ত্রটিকে মানুষের কাছে খুব কম খরচে পৌঁছে দেওয়া, মাছ চাষ সহজ এবং মাছ চাষ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা ও মাছ চাষের ফলনকে বৃদ্ধি করানো একইসঙ্গে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রথম নজর

সরকারি আমলা হয়ে দেশের সেবা করতে চায় ফাজিলে পঞ্চম সামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: রাজারহাট নিউটাউনের পানাপুকুরের সামিম গোলদার এবছর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ফাযিল পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। সামিম উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানার আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় বসেছিল। এদিন রাজারহাট নিউটাউনে এসো কোরআনী পরিবার গড়ি-র কেন্দ্রীয় অফিসে হাজী সাহেবদের নিয়ে দোয়ার মজলিসে কোরআনী পরিবারের পক্ষ থেকে মানপত্র সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে সামিম গোলদারকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই দোয়ার মজলিস ও সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এসো কোরআনী পরিবার গড়ি - চেয়ারম্যান হাফেজ আজিজ উদ্দিন, জমিয়তে উলামায়ে বাংলার মুখ্যসংগঠক ডাঃ কবির আহমেদ, কোরআনী পরিবারের দুই ভাইস চেয়ারম্যান হাজী শাহাজাহান আলী (লাল্টু হাজী) ও মহঃ জসিম উদ্দিন, সম্পাদক হাফেজ আজিজ আফাজ উদ্দিন , শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ সহ প্রমুখ। কোরআনী পরিবারের চেয়ারম্যান হাফেজ আজিজ উদ্দিন জানান সামিম গোলদার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার এগিয়ে জন্য যাক, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এসো কোরআনী পরিবার গড়ি সর্ব সময় সামিম গোলদারের পাশে থাকবে।

বিরল প্রজাতির পাখির ছবি তুলতে টেলিস্কোপ নিয়ে ভিড় পূর্বস্থলীতে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিরল প্রজাতির পাখির ছবি তুলতে পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে ভিড় জমাচ্ছেন ওয়াইল্ড লাইফের শতাধিক সদস্যরা। ১০ দিন আগে বিমল শীল নামে এক নার্শারীর মালিকের কাঠাঁল গাছে এক জোড়া বিরল পাখি বাসা বাঁধে। ৩ দিন আগে পাখি দম্পতির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। চুপি পাখিরালয়ের মাঝিদের মারফত এর ছবি সহ খরব পৌছায় কলকাতায় ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের কাছে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে ওই নার্শারীতে ভিড় জমতে থাকে। বিশাল সাইজের টেলিস্কোপ ক্যামেরা নিয়ে দলে দলে তারা পূর্বস্থলীতে হাজির হতে থাকে। বৃহস্পতিবার দমদমের বাসিন্দা এক সদস্য কৃষ্ণেন্দু দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রজাতির পাখি বিরল। দক্ষিন ভারতে অল্প পরিমানে দেখা যায়। নাম ব্লাক নেক রাজন। বাংলা নাম, কালো ঘাড় নাম রাজন। গ্রীস্ম মরসুমে বাচ্চা পাড়ার জন্য এরা বহু দুরের গ্রামীন অঞ্চলে চলে আসে। এদিকে অসময়ে ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের আগমন দেখে স্থানীয়দের মধ্যেও কৌতুহল বেড়েছে। নার্শারীর মালিক বিমল শীল বলেন, এই ধরনের পাখি আগে কখনো দেখিনি। আমাদের ছোট কাঁঠাল গাছে বাসা বেঁধেছে। দুটো বাচ্চাও হয়েছে। এখনো দেখছি দূর দুরান্ত থেকে পক্ষী প্রেমীরা এসে এদের ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

মদিনা জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: শনিবার হুগলির পূরশুড়া দেওয়ানপাড়ার পার্শ্বস্থ মুসলিম মহাল্লায় মদিনা জামে মসজিদ এর ভিত্তি স্থাপন করা হল। ফুরফুরা শরীফের ভূমিপুত্র ও অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না-র হাত দিয়ে ভিত্তি স্থাপনের সূচনা হয়। সমাজকর্মী মহাঃ জাহির ও আলহাজ্ব সেখ কসিমুদ্দিন, মৌলানা রফিকুল ইসলাম ও উদ্যোক্তা সেখ ইয়াসিন ও মসজিদ কমিটির সকল সদস্যগন এবং অন্যান্য সম্মানীয় দিনদরদি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আবু আফজাল জিন্না বলেন, মহাল্লাবাসী ছোট বড় সকলে মসজিদে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবেন। সম্মানীয় ইমামের নিকট তালিম গ্রহণ করতে হবে সকলকে। পাশাপাশি মসজিদ বায়তুল্লাহ আল্লাহ ঘর। আন্তরিকভাবে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আজ সূচনা হওয়া নয়া মসজিদের জন্য আর্থিক সাহায্য হালাল উপার্জনকারীর থেকে গ্রহণ করতে হবে। আমি আশা করি মহাল্লাবাসী এখন থেকেই বাচ্চাদের প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার জন্য ইমাম সাহেব এর কাছে দৈনন্দিন পড়তে পাঠাবে।

খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেকের দাবি

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ১০ বছরে ৫৫৮০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: শনিবার ডায়মন্ডহারবার কপাট হাট থেকে ডায়মন্ডহারবার স্টেশন বাজার মোড় পর্যন্ত নিজের কেন্দ্রে মেগার রোড শো করেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ,এরপরই স্টেশন বাজারের মোড়ে সামনে তিনি একটি পথসভা করেন। সেই পথসভা থেকে গতবারে রেকর্ড ভেঙে এইবারে ৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জেতার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয় নিয়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকেও চ্যালেঞ্জ করেন তিনি জানান নরেন্দ্র মোদি ডায়মন্ড হারবারে ১০০ খানা সভা করলেও আমাকে হারাতে পারবে না । আমি চার লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতব। অন্যদিকে গত ১০ বছর ধরে ডায়মন্ডহারবার লোকসভার মানুষের জন্য ৫৫৮০ কোটি টাকার কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। এবং আগামী দিনে আরও দশ কোটি টাকার কাজ হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের পথশ্রী পানীয় জলের কল, হসপিটাল, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক জায়গায় উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

দশ বছরে ৫৫৮০ কোটি টাকার কাজ যা হিসেব করলে বলেন বছরে কত টাকা কাজ করা হয়, মাসে কত টাকার কাজ হয়েছে, একদিনে কত টাকার কাজ করা হয় ,এক ঘন্টায় কত টাকা কাজ হয়েছে হিসাব করে জনগণের সামনে তুলে ধরেন ।তিনি বলেন ২০০ কোটি টাকার পথশ্রী মাধ্যমে, রাস্তার কাজ হয়েছে।

এক বছরে ৫৫৮ কোটি টাকার কাজ হয়। এক মাসে ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কাজ হয়।

একদিনে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার কাজ হয়। এক ঘন্টায় কাজ হয় এক লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। যা ইতিহাস গড়েছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে এভাবে বিজেপির কোন লোকসভার প্রতিনিধি কাজ করতে পারেনি। সেই কারণে ইশতেহারের মাধ্যমে কোথায় কি কাজ হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে ।

আজ পর্যন্ত বিজেপির কোন সাংসদ কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে পারেনি, আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, মানুষের কথা ভাবি সাম্প্রদায়িক হিসেবে মানুষকে বিভেদ সৃষ্টি করি না তাই উন্নয়নকে সামনে রেখে আগামী দিনের এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের ব্যবধান বাড়বে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে আছে পাশে থাকবে।

রতুয়ার ৭০ টি পরিবারের ত্রিপলের ঘরে নেই বিদ্যুৎ, খাবার অপ্রতুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ভোট মিটেছে। ওঁদের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তাই ভোট শেষ হতেই বন্ধ হয়েছে খাবার, বিদ্যুতের সংযোগ। নেতা-মন্ত্রীদের সময় নেই, প্রয়োজন নেই সরকারি কর্তাদেরও। সবার কাছেই তাঁরা যেন 'উটকো আপদ'। তাই কাঠফাটা গরমে গনগনে ত্রিপলের নীচেই ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন পার করছেন তাঁরা। এই মানুষগুলো রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। গত ১ মে'র দুপুরে আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছিল এখানকার প্রায় ৭০টি পরিবারের সর্বস্ব। আগুন সেদিনই নিভে গিয়েছে। কিন্তু তার দগদগে ঘা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির লোকজন। সেদিন চোখের সামনে ছাই হতে দেখেছিলেন ঘরের যাবতীয় কিছু। জীবন্ত পুড়ে মারা যেতে দেখেছিলেন ৭১ বছরের বীণাপাণি মণ্ডলকে। সেই খবর চাউর হতেই যেন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। কে আগে দুর্গতদের কাছে পৌঁছোবে, পাশে থাকার বার্তা দেবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছিল তৎপরতা। ভোটের মুখে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত পরিবারগুলি যাতে ভোটদান থেকে সরে না যায়, তার জন্য তৎপরতা। ব্লক প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের খাবার দেওয়া শুরু হয়। দেওয়া হয়েছিল অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ। সব কাজই হয়েছিল চোখের পলকে। কিন্তু ৭ মে ভোট মিটতেই রাজনীতি ও প্রশাসনের দু'মুখো নীতি দেখতে পাচ্ছেন একসময় গঙ্গা ভাঙনে ভিটেছাড়া জঞ্জালিটোলার বাসিন্দারা। তাঁরাই বলরামপুরে অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করেছেন। তাঁদের একজন সুকুমার মণ্ডল বলেন, "আমাদের আর কিছুই নেই। সব হারিয়ে ত্রিপলের নীচে বসবাস করছি। ভোটের আগে আগুন লাগার পর সবাই এসেছিল। নেতা-মন্ত্রী তো বটেই, এসেছিলেন বিডিও নিজেও। তাঁরা আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিডিও নিজে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু ভোটের পরদিন থেকে সব বন্ধ। বিদ্যুৎ সংযোগও কেটে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কেউ আসেনি, কেউ খোঁজও নেয়নি। কোনওরকমে ভোটটা দিয়েছি। লাইট-ফ্যান নেই। এই গরমে ত্রিপলের নীচে থাকা যায় না। তাই মাঝেমধ্যে ত্রিপলের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে গাছতলায় বসতে হচ্ছে।" আরেক দুর্গত মমতা মণ্ডল বলেন, "সেদিন ঘর থেকে কিছুই বের করতে পারিনি। একমাত্র শরীরের পোশাকটা ছাড়া সব জ্বলে গিয়েছে। এখন বাচ্চাদের নিয়ে ত্রিপলের তলাতেই থাকছি। ভোটের আগে খাবার দিয়েছিল। ভোট পেরোতেই খাবার বন্ধ। বিদ্যুতের সংযোগও কেটে দিয়েছে। শুধু একটি করে ত্রিপল দিয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগে আরও দুর্নীতি বেরবে: বিকাশ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আইনজীবি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বাঁকুড়ায় এসে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'তদন্ত এড়াবার চেষ্টা যাঁরা করেন সোজা সমীকরণ তাঁরা কোন না কোন দূর্বল জায়গায় আছেন'।

রাজ্যপালের জায়গায় তিনি থাকলে তদন্ত চাইতেন বলে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান।

নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে হলফনামায় বলছে আরো কিছু বেরতে পারে। যতো তথ্য দেবে তত কেলেঙ্কারী বেরোবে। সুপ্রিম কোর্টে আমি বলেছি, বক্তৃতা দিয়ে নয়, হলফনামা দিয়ে তথ্য দিতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে বলে তিনি জানান। এদিন আইনজীবি-সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বাঁকুড়া জেলা আইনজীবি বার অ্যাসোসিয়েশানের কার্যালয়ে যান। সেখানে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী নীলাঞ্জন দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আইনজীবিদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বিকেলে অল ইণ্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের ডাকে বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী নীলাঞ্জন দাশগুপ্তের সমর্থণে এক পদযাত্রায় অংশ নেন তিনি।

হাওড়ায় পটচুল কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার পার্বতীপুরে পটচুল কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি। হাওড়া জগৎবল্লভপুরের পার্বতীপুর এলাকায় পটচুল তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন।

আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে আসে।

প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ভাটি থেকে আগুন ধরে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আগুনে হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগারা পলে কারখানার ক্ষতি কত তাও জানা যায়নি।

দীর্ঘ ১৩ মাস পর বাড়িতে ফিরলেন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বড়ঞা

আপনজন: দীর্ঘ ১৩ মাস পরে নিজের বাড়িতে ফিরলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞার বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা। চাকরি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে ছিলেন বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। ২০২৩ সালে ১৭ই এপ্রিল তিনি সিবিআই হেফাজতে যান।

তারপরে দীর্ঘ ১৩ মাস জেলবন্দী থাকার পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জামিন পেয়েছেন। অবশেষে তিনি শনিবার রাতে পৌছালেন আন্দি গ্রামে। নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছালেন বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা।

জীবনকৃষ্ণ সাহা বাড়িতে পৌঁছানোর আগে আন্দিতে কালি তলাতে প্রণাম করেন সস্ত্রীক জীবন কৃষ্ণ সাহা। তারপরে তিনি বাড়িতে উপস্থিত হন। তাকে ফুল এবং চন্দন দিয়ে প্রদীপ দেখিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাকে মালা পরিয়ে অব্যর্থনা জানানো হয়। দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতন। যদিও জীবন কৃষ্ণ সাহার কথায় আইনের উপর পূর্ণ আস্থা আছে। আগামী দিনে আবারও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করবেন বলেও জানিয়েছেন জীবন বাবু। কর্মীরা সকলে এদিন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। দলের সকল কর্মীকে অভিনন্দন জানান জীবনকৃষ্ণ সাহা।

বনগাঁয় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ৫৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে পুলিশ জেলার সমস্ত আধিকারিক, ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের সাথে বিশেষ বৈঠক করলেন জেলার পুলিশ সুপারা শনিবার সন্ধ্যায় বনগাঁ নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয় বনগাঁ পুলিশ জেলার উদ্যোগে। জানা গেছে নির্বাচন উপলক্ষে বাহিনী কিভাবে কাজ করবে তার রূপরেখা ঠিক করা হয় এদিন, এদিন বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত সমস্ত থানার ওসি আইসিরা, হাজির ছিলেন নির্বাচনের ডিউটিতে আশা কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকেরা। এদিন আলোচনা শেষে পুলিশ সুপার জানান, বনগাঁ পুলিশ জেলাতে নির্বাচনের কাজে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে ৪৪ কোম্পানি, আগে থেকে আরো ১০ কোম্পানি ছিল। মোট ৫৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি, নির্বাচনের কাজে থাকবেন আরো ২০০০ পুলিশ কর্মী । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানা এলাকায় ২২ টি নাকা পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, নিয়মিত সেখানে চেকিং চলছে, পাশাপাশি আরও১১ টি সারপ্রাইজ নাকা করা হচ্ছে বলেও জানান পুলিশ সুপার। এছাড়াও ভোটারদের কোনোরকম অসুবিধায় তারা যাতে পুলিশ কর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তার জন্য বিশেষ নম্বরের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই অতি স্পর্শকাতর বুথ গুলি চিহ্নিত করে নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সবকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ থাকছে। গোটা বনগাঁ এলাকা জুড়ে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য।

যুবককে মেরে ঝুলিয়ে দিল গোসাবায়

আসিফা লস্কর ● গোসাবা

আপনজন: গোসাবা লাহিরিপুর বাণী তলা তে এক যুবককে পিটিয়ে মেরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

অভিযোগ স্ত্রী তার ছেলে ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বারের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের এমনটাই দাবি। স্থানীয় সূত্রের খবর কার্যত ওই ব্যক্তি তৃণমূল কর্মী হিসেবেই এলাকায় পরিচিতি ছিলেন। অভিযোগ নিজের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা পঞ্চায়েত সদস্যকে বলায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও তার নিজের স্ত্রী ও ছেলে মিলে তাকে মেরে ঝুলিয়ে দেয়। পরে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

হাতেনাতে চোর ধরা পড়ল বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর থানার মিরেপাড়ায় বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন বাড়ি থেকে চুরি যাচ্ছিল। কে বা কারা চুরি করছিল ভেবেই পাচ্ছিল না এলাকাবাসীরা।নান বাড়ি থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। শনিবার ফের ওই গ্রামে চুরি করতে আসে কয়েকজন। এরপরেই হাতেনাতে একজনকে ধরে ফেলে। তারপরেই তাকে গাছে বেঁধে গণপ্রহার দেওয়া হয়। ফলে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ওই চোর। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে চোরকে উদ্ধার করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পরিত্যক্ত ট্যাংকিতে বোমা বিস্ফোরণ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার কালিয়াচকের মডেল এলাকায় পায়খানার পরিত্যক্ত ট্যাংকিতে বোমা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার ৯টি বল বোমা। উদ্ধার বোমাগুলি শনিবার সকালে নিষ্ক্রিয় করল সিআইডি বম্ব স্কোয়াড। এরপর গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে কালিয়াচক-১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মডেল এলাকায় পায়খানার পরিত্যক্ত ট্যাংকটিতে জোড়ালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। জানা গেছে,' কেউ বা কারা ওই ট্যাংকিতে দুই জার বোমা মজুত করে রেখেছিল। 'তারমধ্যে একটি জারের বোমায় আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও এই বিস্ফোরণে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এই খবর পেয়ে শুক্রবার রাতেই কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রেজা এবং কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা সারারাত ওই এলাকা কর্ডন করে রাখেন। এরপর শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিআইডি বম্ব স্কোয়াড। বন্ধ স্কোয়াডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল থেকে এক জার ভরতি বোমা উদ্ধার করেন। সেই জারে ছিল ১টি বোমা। বোমাগুলি শনিবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে বম্ব স্কোয়াড। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুই বোনের মর্মান্তিক খুনে গ্রেফতার ২

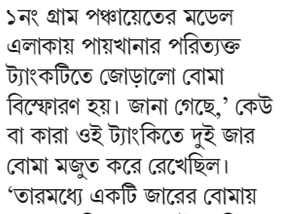

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলপি

আপনজন: সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় দুই বোনের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। ধৃতরা সম্পর্কে মৃতাদের ভগ্নিপতি এবং ভাইপো। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে খুন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। মৃতাদের ভগ্নিপতি মণিরথ আড়িকে আটক করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার রাতভর টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ ওই দুই মহিলার ভাইপো সুব্রত প্রামাণিককেও গ্রেপ্তার করে। যদিও মৃতাদের ভাইপো ধৃত সুব্রত প্রামাণিকের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে কেউ ফাঁসিয়েছে।

সিদ্ধার্থ সিংহর ৩৪৪ তম বই প্রকাশ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার দে'জ পাবলিশিংয়ে প্রকাশিত হল সিদ্ধার্থ সিংহের ৩৪৪ তম বই। এর আগে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, শিশুতোষ গ্রন্থ এবং বিষয়ভিত্তিক ৩৪৩টি বই বেরোলেও এই বইটি বাকি সব বই থেকে আলাদা।

গীর্বাণ প্রকাশনী থেকে এদিন প্রকাশ করল--দৈনিকের পাতার গঙ্গাসাগর থেকে বইমেলা।উপস্থিত ছিলেন দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ইসলামি দুনিয়ার মনীষীতুল্য কয়েকজন ঐতিহাসিক
- নিবন্ধ: ৩৭০ ধারা বিলোপ পরবর্তী কাশ্মীরে ২৪-এর লোকসভা নির্বাচন
- অণুগল্প: জলসত্র
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: রোদ বৃষ্টির দুপুর

ইসলামি দুনিয়ার মনীষীতুল্য কয়েকজন ঐতিহাসিক

সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি পণ্ডিতবর্গ বহুল আর ব্যাপক ইতিহাস চর্চার মারফত বিশ্বসভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচয় সভ্য দুনিয়ার সামনে পেশ করে রেখেছেন। সেই সব খ্যাতি যশে সিক্ত অনন্তজীবী আর অবিনশ্বর ঐতিহাসিক বর্গের কথা এখনও অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে। ইসলামধর্মী বিদ্বৎসমাজের প্রখর ইতিহাস সচেতনতা ও তাদের সন্দর্ভ গবেষণার ফসল সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বকে। সেই সব ঐতিহাসিক কয়েকজন মনীষীতুল্য বিদ্বানের জীবন আলেখ্য তুলে ধরেছেন ইতিহাসবেত্তা **খাজিম আহমেদ**।

সুসভ্য আর আত্মসচেতন জাতি তাঁদের নিজস্ব ইতিহাস আর ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকেন। খুব সঙ্গত কারণেই তা লিখিতভাবে সংরক্ষণের সওয়ালে যত্নবান হয়ে ওঠেন। জনৈক ব্রিটিশপণ্ডিত বলেছেন, 'যে জাতি তার অতীত ভুলে গেছে, তার কোনও ভবিষ্যৎ নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারিয়েছে।' এই অনুভব আর উপলব্ধির মর্মার্থ অনুধাবন করা একটি জাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রশ্নে অতীব জরুরি বিষয়।

ইসলামের মতো একটি বৈপ্লবিক ধর্মাদর্শের অনুসারী মুসলমানরাও তাঁদের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোনও অবকাশ রাখেননি। ইসলামধর্মী মুসলমানরাই যথার্থ আর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শক। অনেকেই গ্রিসের প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু তাঁদের ইতিহাস চর্চাও সময়ের বিচারে আংশিক সাফল্যের নজির বহন করছে। কিন্তু ইসলামি বিশ্বের ঐতিহাসিকবর্গ তৎকালীন বিচারে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপক নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। বিষয়টি তামাম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবর্গের মান্যতাও পেয়েছে। ফলত ইসলামি বিশ্বের ঐতিহাসিকবর্গের এই অবদানের প্রসঙ্গটি বিদ্বৎসমাজে তর্কপ্ররোচক হয়ে ওঠেনি। খুব সম্ভব পাঠকবর্গের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারা গেছে।

ইসলামি দুনিয়ার ইতিহাসবিদদের বিশিষ্টতা এইখানে যে তাঁরাই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ও প্রামাণ্য জাতীয় ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞজনবর্গ মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার জনক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সভ্যতা বিকাশের প্রাকৃতিক শর্ত মেনে যুগে যুগে সে সমস্ত প্রাজ্ঞ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির মুসলমান ঐতিহাসিক শ্রেণি এসেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি স্থানীয়দের প্রসঙ্গে যৎকঞ্চিৎ আলোচনা সজ্জন পাঠকবর্গের সমীপে পেশ করা গেল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজারি বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর শিক্ষাজীবন বাগদাদের অভিজাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই হয়েছে। ইসলাম অনুসারীরা যখন সারা দুনিয়ায় কঠোরভাবে একেশ্বরবাদের আদর্শ, গণতান্ত্রিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আর লড়াই করছে- তেমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বালাজুরি ইসলামের একজন মহান, কৃতী সন্তান হিসেবে উত্থিত হয়েছেন। 'ফুতুহ-উল-বুলদান' 'আরবীয়দের বিজয় কাহিনী', নামক একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ অশেষ পরিশ্রম সহকারে রচনা করেছিলেন।

তাঁর অভিনব ও চমৎকার রচনা কৌশল পুরনো প্রকাশ ভঙ্গিকে বাতিল করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক বালাজুরি যে তত্ত্বানুসারে তাঁর গ্রন্থটি নির্মাণ করেন সেটি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাক: When, Where, What, How & Repercus- sion (কখন, কোথায় কী ঘটেছিল, কেমনভাবে হয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া কী)। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকবর্গ এই কাঠামোকে শুধু তারিফ নয়, যুক্তিসঙ্গত বলে তাঁরা এই পদ্ধতি বা 'Methodology'কে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছেন। বালাজুরির নির্মোহ তথ্যবিশ্লেষণের বিষয়টি এবং তা পরিবেশনের অপূর্ব রীতি নিরীক্ষণ করলে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। ২৭৯ হিজরিতে তাঁর 'জীবন-জিন্দেগি' খতম হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক হামদানি হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম সিকি অংশে আরবদুনিয়ায় জন্মেছিলেন। তাঁর ইতিহাস চর্চার বিষয় ছিল আরবের দক্ষিণাংশের জীবনযাপন প্রণালী, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা, জনগণের সমর্থন-অসমর্থন, শাসকবর্গের শাসন পদ্ধতি ও প্রকৃতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মন ও

মানসিকতা এবং সর্বোপরি ইসলামি জীবনপদ্ধতির সৃজন ও বিকাশের পরিচয় বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

জনাব হামদানি পুরনো কীর্তি ও ভৌগোলিক অবস্থা আর হাল-হকিকতের চিত্র তুলে ধরে তাঁর ইতিহাসের বয়ানকে সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর রচিত ইতিহাসের বিশিষ্টতা আজও স্বীকৃত।

ঐতিহাসিক মাসুদি, আরব জাতির বিশ্বাস্য আর প্রমাণ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মনস্বিতার দ্বারা অর্জিত সম্পদ যেভাবে বিবৃত করেছেন তা সচরাচর লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে না। এই কিতাবটির তাৎপর্য আর অনিঃশেষ মর্যাদা এইখানে যে পুরো আরবজাতিকে দুনিয়ার সামনে একটি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাস গ্রন্থটি খণ্ডিত ছিল না। তাঁর সময়কাল পর্যন্ত ছিল একখানি সম্পূর্ণ বা 'পারফেক্ট' ইতিহাস গ্রন্থ। অসাধারণ প্রতিভাধর মাসুদির আগ্রহের বিষয়ও ছিল বহুবিধ। দর্শন, ভূগোল, গণিত, রসায়ন এবং ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থগুলো লিখেছিলেন। হিন্দুস্তা, পারস্য, চিন, ইত্যবিধ দেশে তিনি হাজির হয়েছিলেন জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত, হাজারো অভিজ্ঞতা, মনুষ্য চরিত্র তিনি তাঁর 'Travelogue'-এ অতি মনোরম চিত্তাকর্ষক 'স্টাইলে' লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'সিরাজ জামান' আর 'মারাজ আযহার' তাঁর ভুবনখ্যাত দুই গ্রন্থ।

আরবীয় ইতিহাসবিদ তিবরি ৩০২ হিজরিতে ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন। ৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সীমিত সময়কালের রাষ্ট্র আর সমাজচিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তদানীন্তন সময়ের বিচারে তাঁর রচনার স্টাইলকে চমকপ্রদ বলে অন্যান্য আরবীয় ইতিহাসবিদ পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে 'আরব ইতিহাস রচনার লিভি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। বেদনার কথা, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রচনা শেষ করে যেতে পারেননি। আল-মাসিন নামক এক যোগ্য 'মুরিদ' সেই রচনা শেষ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। শিহাবউদ্দিন আহমদ মিশরের সন্তান। হিজরি ৭৩৩ এ তাঁর মৃত্যু হয়। 'নেহায়াতুল-আরব' তাঁর মহত্তম সৃষ্টি। গ্রন্থখানি বিশাল। 'কালোসাস' তুল্য। ৩০ খণ্ডে (তিরিশ) বিভক্ত। সমসাময়িক 'বিশ্বকোষ' বলে পরিগণিত হত গ্রন্থখানি। মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগারে ৩০ খণ্ডের (তিরিশ) মধ্যে ২২ খণ্ড (বাইশ) সযত্নে রক্ষিত। আজও দৃশ্যমান। স্পর্শযোগ্য নয়। আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠযোগ্য কপি নির্মাণ করা হয়েছে। পণ্ডিত সমাজ নয়া নির্মিত সংস্করণ গবেষণার কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

ইসলামের গৌরবময় যুগে আবির্ভাব হয়েছিল আবরাল আসির নামক এক ইতিহাসবিদের। জনাব আসির ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'আল্-কামিল' নামক গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর মনীষী হিসেবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা বর্ণিত। তাঁর রচনাকে আধুনিক ইউরোপের যে কোনও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'তহকক-ই-হিন্দ' (তারিখ-উল-হিন্দ/কিতাবউল হিন্দ) নামক বিশ্বখ্যাত; (ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত) গ্রন্থের রচয়িতা মহাত্মা 'আলবেরুনি'-র খ্যাতি মান্যতা আর গ্রহণযোগ্যতা 'মিথ' বা কিংবদন্তির পর্যায়ে পড়ে। তাঁর মহান জীবনের সঙ্গে অতি সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল। ৯৭০-'৭১ খ্রিস্টাব্দে আবু রিহান (রায়হান) আলবেরুনি মধ্য এশিয়ার খোওয়ারিজম নামক রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, তিনি বন্দি হিসেবে সুলতান মাহমুদের রাজসভা গজনিতে এসেছিলেন। সুলতাল মাহমুদের নির্দেশে তিনি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটিকে বিস্তীর্ণ পরিধিতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরবি আর ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতা আর ব্যুৎপত্তি ছিল প্রায় সীমাহীন পর্যায়ের। আলবেরুনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। অঙ্ক, ঔষধবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব আর ইসলামি জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রখর পরিশ্রমের মারফত সময় ব্যয় করতেন।

হিন্দুস্তান-এ অবস্থান কালে সংস্কৃত ভাষা আর হিন্দু ধর্মশাস্ত্র গভীর ধৈর্য আর আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যয়ন এবং স্বীকরণ করেছিলেন।

মহাপণ্ডিত জ্ঞানতাপস আলবেরুনি দু'খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং কতকগুলো আরবি কিতাব ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অজস্র গ্রন্থের লেখক তিনি। তাঁর 'কিতাবউল হিন্দ' গ্রন্থে সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক আর বিশদ আলোচনা করেছেন। পক্ষপাতদুষ্টতা তাঁর পাণ্ডিত্য আর মননশীলতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

সত্যের অন্বেষক এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির আলোকবাহী এই মহাতাপসের লেখায় সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ আর শক্তির পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অধ্যাপক রেজাউল করিম তাঁর 'দারাশিকোহ' নামকগ্রন্থে আলবেরুনিকে 'সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আলবেরুনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষক ছিলেন। সত্য আর নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চিন্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুলতান মাহমুদের ভারতে সামরিক অভিযানকালীন বিভিন্ন অবস্থার 'বর্ণনা' গ্রন্থখানিতে রয়েছে।

অধ্যাপক সাচাও 'তহকক-ই-হিন্দ' গ্রন্থখানি 'An In- quiry to India' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

আলবেরুনির বীক্ষণ আর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে জাতীয়তা সম্পর্কে হিন্দুদের কোনও ধারণাই ছিল না। সমাজ ছিল জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত। তৎকালীন ভারতের জনগণ এত গোঁড়া আর সংকীর্ণমনা ছিলেন যে তাঁরা বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের ইতিহাসবিদ ভি. ডি. মহাজন মন্তব্য করেছেন যে সংকীর্ণতার জন্য তাঁরা অন্য সকলকে 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' বলে চিহ্নিত এবং ঘৃণা করতেন।

পরবর্তী অংশ আগামী সপ্তাহে

৩৭০ ধারা বিলোপ পরবর্তী কাশ্মীরে ২৪-এর লোকসভা নির্বাচন

এম ওয়াহেদুর রহমান

সমগ্র ভারতব্যাপী ২০২৪ সালের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনী মহোৎসবে জনগণ সামিল হয়েছে।ঐ উৎসবে রাজনৈতিক দল গুলো ও সামিল হয়ে যেন তেন প্রকারে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্ত জম্মু ও কাশ্মীর হলো ভারতের একটি অন্যতম রাজ্য। তবে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় এই অঙ্গরাজ্যটি বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতো। ২০১৯ সালে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্ব শাসন সংবলিত ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীর কে নয়াদিল্লির নিয়ন্ত্রণে আনে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের দরুন সারা কাশ্মীর জুড়ে দেখা দেয় ব্যাপক বিক্ষোভ ।আর এই বিক্ষোভের জন্যই এবারের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কোনো প্রার্থী দেয় নি । জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ লোকসভা নির্বাচনের জন্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাঁরা তাঁদের বিধান সভা নির্বাচনের জন্য নিরব রয়েছে। কেননা বিধান সভার নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে (১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট) জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় নি।১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর এই রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে যোগদান করে। ব্রিটিশ শাসনামলে এই রাজ্যটি শাসন করতেন বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতাসীন একজন নৃপতি । পাকিস্তান মদদপুষ্ট আজাদ কাশ্মীর বাহিনী কাশ্মীরের রাজা হরি সিং এর সময় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর আক্রমণ করে । কাশ্মীরের নিরাপত্তার জন্য রাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সময় মূলতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে হরি সিং কে সাহায্য করার জন্য ভারতের সৈন্য সামন্ত পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য হরি সিং একটি চুক্তি সম্পাদন করেন ।[The constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order,1954] হলো ভারতের সঙ্গে এই রাজ্যের সম্পর্কের ভিত্তি। বিশেষ এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতের সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারতের বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার প্রাক্কালে সংবিধানের প্রথম তফসিলে জম্মু ও কাশ্মীরে ' খ ' শ্রেনীভুক্ত রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ।প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় জম্মু ও কাশ্মীর অধিকতর আত্মকতৃত্বের অধিকারী ছিল। কিন্ত ৩৭০ ধারা বিলোপের পর আর তা নেই। বিশেষ মর্যাদা হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর । ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের

বিধান সভার ও নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিরাপত্তার অভাব জনিত কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচিত সরকার ছাড়াই চলছে উপত্যকার প্রশাসন ।

ভারত - ইতিহাসের বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কজনক ঘটনা হলো দেশ - বিভাগের ঘটনা। ১৯৪৭ সালে ভারত - পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর কাশ্মীর ও ভাগ হয়ে যায়। দুটি দেশই কাশ্মীর কে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে। কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা নয়াদিল্লির শাসন কে প্রত্যাখান করার জন্য ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতশাসিত কাশ্মীরে লড়াই চালিয়ে আসছে। কয়েক দশকের সংঘাতে ভারতের সেনা সদস্য, বিদ্রোহী ও বেসামরিক নাগরিক মিলিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। কয়েক দশক ধরে কাশ্মীর ও নয়াদিল্লির মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক রয়েছে।তার উপর ৩৭০ ফলে বিলোপের ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। যদি ও মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছেন, কাশ্মীরে বিদ্রোহ দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্ত বিতর্কিত কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ মোদীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয়। কাশ্মীরী বাসীদের অভিমত ২০২৪ সালের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনে সেটা নয়াদিল্লির মসনদের বর্তমান শাসকদের জানানোর একটি বিরাট সুবর্ণ সুযোগ এসেছে । ১৯৯৬ সালের পর প্রথম বারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টি কাশ্মীরে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিদারুণ পরাজয়ের ভয়ে কোন প্রার্থী দেয়নি। ৩৭০ ধারা বিলোপ কালীন সময়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়,রাজ্যের প্রাক্তন তিন মুখ্য মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েক মাস ধরে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় । জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল টিকে ' লাখাদ ' ও ' জম্মু- কাশ্মীর ' নামে দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যা কাশ্মীরীরা কখনো মনে প্রাণে মেনে নেয়া নিতে পারে নি। কাশ্মীরের জনগণ তথা ভোটারদের মনে বড়ই আঘাত আসে । কাশ্মীর বাসীরা তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কিংবা মোদী সরকার কে মোক্ষম জবাব দিতে তৈরি এই নির্বাচনে । তাদের অভিমত, অন্যান্যবার ঠিক ঠাক ভোট না দিলে ও এবার আমরা ভোট দিবো।আমরা দেখতে চাই, আমাদের সঙ্গে যা হয়েছে তাতে মোটেই আমরা খুশি নই। কাশ্মীরের জনগণ পূর্বের ন্যায় নাগরিক স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে । সংবিধান অনুযায়ী ২০১৯ সালের পূর্বে স্থানীয় চাকরি ও ভূমির উপর কাশ্মীরের মানুষের অধিকার সংরক্ষিত ছিল । কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে কাশ্মীরীদের ঐ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এতে সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্থ । মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধিতার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত কিংবা অলিখিত ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে । দলমত নির্বিশেষে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে বিশাল সংহতি তৈরি হয়েছে। ভোটাররা দিল্লিকে এই বারের নির্বাচনে এই বার্তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যে কাশ্মীর নিয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এখানকার জনগণের সম্মতি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি অবশ্যই জনগণের মতের সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত। কাশ্মীরের জনগণ মোদীর নীতির ব্যাপারে লোকসভা নির্বাচন কে ' গণভোট ' হিসেবে দেখছে । যদিও মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রীরা দাবি দাবি করেছেন তাঁরা কাশ্মীরে শান্তি ও উন্নয়ন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা প্রচার করে চলেছেন , আমাদের নিকট নির্বাচন বড় কথা নয়, জনগণের মন জয় করাটাই আমাদের লক্ষ্য। কাশ্মীরের সমস্যার সম্যক সমাধান ও হয়তো আজও হয়নি বলেই জনরোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় জিগির আজও হয়তো সুস্থ ও সুন্দর গণতান্ত্রিক পরিবেশ কে বিনষ্ট করে চলেছে, যা কখনো গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য নয়। আসলে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের জমিনে যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছিল তা হয়তো আজও রাজনৈতিক - সামাজিক পরিবেশে অবাধে বিচরণ করছে। সুস্থ গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজনীতি কে ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন । অথচ রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু রাজনীতি কিংবা সংখ্যালঘু তোষণ ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিচ্ছে। যে কোন প্রকারেই হোক না কেন ব্যালট বাক্সে কিংবা ইভিএম মেশিনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সংগ্রহ করাটাই এখন বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে । নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন এখন আর নেই।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব জীব বৈচিত্র্য দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

সজল মজুমদার

পরিবেশ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আমাদের চারপাশে সজীব ও অজীব উপাদান গুলোর সমন্বয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক, এবং সহজাত পরিবেশ গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে জীব বৈচিত্র্য বা Biodiversity শব্দটি 'Bio' অর্থাৎ 'Life' বা জীবন এবং 'Diversity' বা বৈচিত্র শব্দের সমন্বয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য একে অপরের পরিপূরক। World Conservation Monitoring Centre এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিগত ৪০০ বছরে প্রায় ৬৫ টি প্রকারের স্তন্যপায়ী প্রজাতি, ৪০০ টি মেরুদন্ডী প্রাণী প্রজাতি এবং ৩০০ টি অমেরুদন্ডী প্রাণী প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে এক চতুর্থাংশ প্রজাতি পৃথিবী থেকে অবলুপ্তি হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীতে ৮০ থেকে ৯০ মিলিয়নের বেশি প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যার মধ্যে ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন প্রজাতিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রের অতল গভীরে অথবা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত দুর্গম ও অজানা কোনো স্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জীববৈচিত্রের আবিষ্কারও হয়ে চলেছে। এক কথায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক জলচক্র কে ধরে রাখা, পর্যটন ও নান্দনিকতা মূল্যবোধকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের আশেপাশের জীববৈচিত্রকে কতখানি সুরক্ষিত করতে পেরেছি সেটা একটা ভাববার বিষয়!!!! যেটির কারণে জীব বৈচিত্র বৃদ্ধি পাবার কথা, সেই সবুজ পরিবেশকে আমরা রক্ষা করছি নাকি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য ধ্বংস করছি, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন!!? আমাদের পরোক্ষ কারণেই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন জীব বৈচিত্র হ্রাসের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলছে। ফলসরুপ বিশ্বে এবং আমাদের দেশে জীব বৈচিত্রের হটস্পট গুলো ক্রমাগত কমছে। IUCN প্রদত্ত Red Data List এ সংকটা পন্ন, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংখ্যা দিনে দিনে ক্রমাগত বাড়ছে। জীব বৈচিত্র কে " প্রাকৃতিক জাদুঘর বা " Natural Museum " বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যেভাবে জীববৈচিত্রের " বৈচিত্রতা" কমছে তাতে করে এখন যেসব জীব প্রজাতিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি,নিকট ভবিষ্যতেই সেগুলোও না আবার 'Museum ' এই সংরক্ষিত না হয়ে যায়!!! অতএব জীববৈচিত্র্য কে রক্ষা করা কি আমাদের আশু কর্তব্য নয়!!! প্রসঙ্গত প্রতিবারের ন্যায় এবারেও বিশ্ব জীববৈচিত্র দিবস পালিত হতে চলেছে।এবারের থিম বা বিষয় হলো, " Be part of the Plan " অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের সরকার, স্থানীয় সচেতন মানুষ, সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন, আইন প্রণেতা, স্টেক হোল্ডার, ব্যবসায়ী, স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশ প্রেমী সংগঠন সকলকেই বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য হ্রাস রোখার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োগের অংশীদার হতে হবে। এজন্য ইন সিটু ,এক্স সিটু জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, সুরক্ষিত বনভূমি, ব্যাঘ্র প্রকল্প, পাখিরা লয়ে অবস্থিত উদ্ভিদ ও প্রাণী গুলোর প্রতি আরো সজাগ, সচেতন, ও যত্নবান হতে হবে। এক কথায় জীববৈচিত্র দিবস উদযাপন নিছকই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে পালন করবার পাশাপাশি আমাদের আরও মানবিক হওয়া জরুরী। কারণ বিশ্ব জীব বৈচিত্র কে পরোক্ষভাবে সুরক্ষা প্রদান করবার গুরুদায়িত্ব আমাদের কাঁধেই বর্তায়।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

এক

জীবনে কেউ চিরসুখী হয় না। সুখ-দুঃখ মেশানো এ জীবন। জীবন নামের ভেলায় ভাসতে ভাসতে তীরে উঠতে সক্ষম হয় কেউ, কেউবা হারিয়ে যায় গহীন সাগরের অতল গহ্বরে। সৃষ্টির এই রহস্যকে মেনে নিয়েই সমাজ-সংসার। যা ভাবলেই ভাবনার গতি বেড়ে যায়।

বিভিন্ন চিন্তা বারবার মাথাকে গ্রাস করছে রায়হানের। দুর্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিতে বলে ওঠে, 'তিতলি এক গ্লাস পানি নিয়ে আয়তো।'

'আনছি ছোটভাই।' পাশের ঘর থেকে তিতলির উত্তর।

রায়হানের মন ভাল নেই। সারাদিন আজ কোথাও যায়নি। সারাক্ষণ শুধু ভাবছে আর ভাবছে। 'আমি এ সংসারের একটি আগাছা স্বরূপ। এ বাড়ি ছেড়ে না গেলে হয়তো আগের মত শান্তি ফিরে আসবে না। এমএ পাশ করেও একটা চাকুরী পেলাম না! বাবা বেঁচে থাকলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু থাকি ভাইয়ের সংসারে। ভাইয়ের সংসার বললে ভুল বলা হবে; আসলে এটা ভাবির সংসার! ভাইয়া একা এত বড় সংসার ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে। ভাবীর মনে শান্তি নেই; তাও শুধুমাত্র আমার জন্যে! আমি কেন একটা কাজ জুটাতে পারছি না? আচ্ছা আমি কি কম চেষ্টা করছি চাকুরীর জন্যে? কেন তারা বোঝে না এ যুগে ঘুষ ও মামার জোর না থাকলে চাকুরী পাওয়া যায় না?'

তিতলি কখন যে পানি ভর্তি গ্লাস হাতে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে রায়হান তা খেয়ালই করেনি। তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বলল, 'ছোটভাই, ছোটভাই; পানি।'

'ও পানি? দে।'

'তোর কি হয়েছে ছোটভাই? আজ ক'দিন ধরে দেখছি তুই সারাক্ষণ কি যেন ভাবিস। কি হয়েছে আমাকে সত্যি করে বলতো।'

'না, না কিছু হয়নিতো।'

'আমি দিব্যি দেখছি তোর কিছু একটা হয়েছে। এ বাড়ির সবার চোখ ফাঁকি দিলেও আমার চোখ তুই ফাঁকি দিতে পারবি না, এটা জেনে রাখিস।'

'জানিস তিতলি, আমি মনে মনে একটা ডিসিশন নিয়েছি।'

'কি ডিসিশন ছোটভাই?'

'আমাকে বাইরে যেয়ে কাজকর্ম কিছু একটা করতেই হবে। অন্তত এ বাড়িতে থেকে ভাইয়া-ভাবীর বোঝা আর বাড়াতে পারবো না। কাজ কর্ম না করে দিনের পর দিন ভাইয়ার ঘাড়ের ওপর বসে বসে খাচ্ছি। এতে ভাবীতো রাগ করবেই। ভাবীর আর দোষ কী বল?'

'ভাবীর ওপর রাগ করেছিস ছোটভাই? তুই এ নিয়ে কিচ্ছু ভাবিসনাতো, দেখবি আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'রাগ? নারে; আমার কি কারো ওপর রাগ করার সাধ্য আছে! ভাবছি সারাদিনতো বাড়িতেই থাকি। চাকুরী হয়নি তো কি হয়েছে, বাইরে বেরিয়ে ছোটখাট একটা কাজ জুটিয়ে নেব। তাতে নিজেও ভাল থাকবো, ভাবীও স্বস্তি পাবে।

'কি সব আবল তাবল বকছিস এতক্ষণ ধরে!'

'আমি সত্যি বলছি, ডিসিশনটা আমার ফাইনাল জেনে রাখ।'

'তুই কখন এমন সিরিয়াস ডিসিশন নিলি?'

'আজই।'

'তুই কি সত্যিই বাইরে যাবি?'

'হ্যাঁ, আমাকে যে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা, তুই চলে গেলে আমি কি করে থাকবো একবার ভেবে দেখেছিস?'

'আরে নারে পাগলি; আমি কি চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছি? কাজ-কর্ম করে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হোক তারপর তোকে এই নরক কুণ্ড থেকে নিয়ে যাবো।'

'তোর এই ছোট বোনকে ভুলে যাবি নাতো?'

'কি বলিস তিতলি! তোকে ভুলে যাবো! আমি নিজেকে ভুলতে পারি, তোকে নয়।'

'ছোটভাই।' তিতলি রায়হানের বুকের ভেতর মাথা গুজে কাঁদতে লাগলো।

'কাঁদিসনে; কাঁদিসনে। সত্যি বলছি, আমারও তোকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কি করবো বল? ভাগ্যে যে এটাই লেখা আছে। 'ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন' কথাটা শুনিস নি?'

'ঠিক আছে ছোটভাই তুই যা। আমি তোকে ঠেকাবো না। এই ছোট বোন তোকে দোয়া করছে, নিশ্চয়ই তুই সফল হবি। কোথায় থাকবি, কবে যাবি কিছু ঠিক করেছিস?' ক'দিন থেকে তিতলি মনে মনে এমন কিছু চাচ্ছিল, অন্তত আর কিছু না হোক তার ছোটভাই বাইরে কোথাও চলে যাক- নিজের পায়ে দাঁড়াক। যা সে মুখে প্রকাশ করে না।

'ভাবছি কালই যাবো। আর কোথায় থাকবো তা এখনও ঠিক করিনি। দেখি কপাল কোথায় নিয়ে ঠেকায়।' বলল রায়হান।

'যেখানে থাকিস, যেভাবেই থাকিস সুখে থাকিস।' চোখ মুছতে মুছতে বলল তিতলি।

তিতলিকে তার মা ছেলেবেলায় একটি আংটি বানিয়ে দিয়েছিল। যা এতদিন তিতলি বাক্সবন্দী করে রেখেছিল। বাক্সটা খুলে সেই আংটিটা বের করে রায়হানের হাতে দিয়ে বলল, 'এই বোনটাকে যদি কখনও মনে পড়ে তবে এই আংটিটার দিকে তাকাস। এই আংটির মাঝেই আমাকে খুঁজে পাবি।'

রায়হান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আংটিটা তোকে মা বানিয়ে দিয়েছিল সেই ছেলেবেলায়। এটা তোর কাছে থাক।'

'না ছোটভাই। মায়ের কাছে আমিই শ্রেষ্ঠ ছিলাম তাই সে আমাকে আংটিটা দিয়েছিল। আর আজ তুইতো আমার জীবনের আংটি। যাবার বেলা আমার দেবার মতো কিছুতো নেই তাই এই আংটিটা তুই সাথে করে নিয়ে যা। যাতে আমাকে তুই না ভুলিস।'

'তিতলি!'

'ছোটভাই।'

'দেখ তিতলি, আমি আগের জন্মে অনেক অনেক পাপ করার মাঝেও পুনঃ করেছিলাম। তার বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তা আমাকে তোর মতো এমন মিষ্টি একটা বোন দিয়েছে। আমার আর কোন দুঃখ নেই রে। মাঝে মাঝে এসে তোর খবর নিয়ে যাবো। তুই কোন চিন্তা করিস না। এখন ঝটপট জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে দেতো। কাল সকালেই আমি বের হবো।'

'কাল সকালেই?'

'যেতে যখন হবে তখন আর দেরি করে লাভ কী? আমি পুরুষ মানুষ, দেখবি একটা ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবো। তারপর আমার এই লক্ষী বোনটাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো।' বোনের মাথায় হাত রেখে বলল রায়হান।

'আচ্ছা ছোটভাই, তোর কষ্ট হবে না বাইরের খাবার খেতে? কোন কঠিন কাজ করতে?'

'আরে না; আমার এই লক্ষী বোনটা যতদিন আমার অন্তরে আছে ততদিন আমার কোন কষ্ট হবে না। শুধু তুই ভাল থাকিস। আমারতো তোকে নিয়েই যত চিন্তা।'

'আমার জন্যে তোর কোন চিন্তা করতে হবে না। তুই যদি ভাল থাকিস, শত কষ্ট- দুঃখের মধ্যেও আমি ভাল থাকবো।'

'তুইতো দেখি বেশ কথা শিখে গেছিস। আমি ভাল থাকবো না বলিস কি? পৃথিবীর সবার চেয়ে সুখী আমি। তোর মতো বোন পেয়েছি, তাইতো পৃথিবীতে আমার চেয়ে এত সুখী আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমাকে তোর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মনে রাখিস সে কথা। যত তাড়াতাড়ি পারিস বড় ভাই, ভাবীর সংসার থেকে আমাকে নিয়ে যাস।'

'যাবো। এখন সবকিছু গোছগাছ করে নিয়ে আয় দেখি। কাল ভোরেই তো আমাকে রওনা দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পায়ের তলার মাটিটাকে শক্ত করতে হবে। যাতে কোন বিপদ আমাদেরকে আলাদা করতে না পারে।'

'না ছোটভাই; তোর কাছ থেকে আমাকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। মনে রাখিস, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী যদি নিশ্চিহ্ন হয়েও যায় তবুও তোর কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তাও আমাকে আলাদা করতে পারবে না।'

চলবে..

জলসত্র

শংকর সাহা

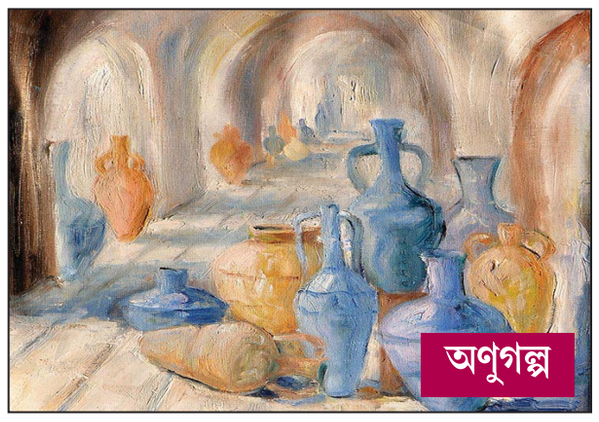

বাইরে কাঠফাটা রোদ। এবারের গরমটি হয়তো বেশ ভালই পড়েছে। তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ছুঁই ছুঁই। বিকেল গড়াতেই স্কুলের গাড়ি এসে দাঁড়ালো মজুমদার বাড়ির গেটে। অর্ক বাস থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে আসে। আজ যেন ভারী মনমরা সে। অর্ক ভবতোষ মজুমদারের একমাত্র নাতনি। জমিদার বাড়ির রক্ত তার শরীরে থাকলেও যেন শৈশব থেকে বড্ড সরল সাদাসিধে ছেলে সে।সবে ক্লাস সিক্সে পড়ে তবে বিচার বুদ্ধিতে যেন বড়দেরও হার মানিয়ে দেবে।

অর্ক পড়ার ঘরে জানালার পাশে একভাবে দাঁড়িয়ে আনমনা হয়ে কিছু ভাবতে থাকে। আজ বাংলা ক্লাসে স্যর 'জলসত্র' গল্পটি পড়ানোর পর থেকে অর্কের মনে যেন কিছু একটি ভাবনা কাজ করছে। রান্না ঘর থেকে সুভাষিনী (অর্কের মা)ডাক দেয়, ' অর্ক, খেতে এসো? স্কুল থেকে এসে আজ তো কোনো কথাই নেই মুখে?'

অর্ক খেতে বসে কিন্তু অন্যদিনের তুলনায় আজ যে বড্ড চুপচাপ সে। সুভাষিনী ছেলের দিকে চেয়ে বলে, ' কি হয়েছে অর্ক? মুখটি এতো শুকনো কেন? '

খেতে খেতে অর্ক মার দিকে চেয়ে বলে,' আচ্ছা মা, আমাদের বাড়িতে মাটির কলসি বা কুঁজো নেই? '

' কি করবে? হয়তো সিঁড়ি ঘরে আছে? কিছু মাস আগে তোমার দাদান কিনে এনেছিলো?'

অর্ক শুধু মাথা নাড়ে।

সেদিন ছিল রবিবার। স্কুল- অফিস বন্ধ থাকায় বাড়িতে বেশ কিছু অতিথি আসার কথা। রান্না ঘরেও রান্নার বাহারী আয়োজন।

ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা ছুঁইছুঁই। নিচ থেকে ভবতোষবাবু অর্ককে ডাকতে থাকেন। অর্কের সাড়া মেলেনা। এদিকে রান্না ঘর থেকে উদভ্রান্তের মতো সুভাষিনী ছুটে আসেন। ছেলেকে না দেখতে পেয়ে তিনিও চিন্তিত। বাড়ির সব জায়গায় খুঁজেও তার দেখা মেলেনা। সবাই উৎকণ্ঠায় থাকে। বাইরে এইভাবে চড়ারোদে কাউকে না বলে ছেলেটা তো কোথাও যায়না!

সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন ওপাড়া থেকে পাঁচুর মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, ' অর্ক স্কুলের মাঠে? অনেক লোক তাকে ঘিরে আছে?'

সবাই ছুঁটে যায় স্কুলের মাঠে। যেতেই সকলে চমকে ওঠে । অর্ক একটি মাটির কলসিতে জল ও কিছু বাতাস নিয়ে রাস্তায় পথচলতি মানুষদের জল পান করাচ্ছে। ছেলের কান্ড দেখে সুভাষিনী চমকে ওঠেন। ভবতোষবাবুকে দেখে পাড়ার সকলে ছুটে আসেন। বলতে থাকেন, ' দাদাবাবু, আমাদের অর্ক যে আজ মহান কাজ করেছে। ও জলসত্র বসিয়েছে। এই ছোটো বয়সে এমন কাজে আমরা সত্যিই গর্বিত।'

সুভাষিনীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

অর্ক ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ' মা, স্যর বলেছেন তৃষ্ণার্ত মানুষদের জল পান করানো আমাদেরই দায়িত্ব।...

পরিযায়ী

সামজিদা খাতুন

ফুটন্ত জল গনগনে চুলায়
দ্বিগুণ চিৎকারে শোঁ শোঁ শব্দে ফুটছে ।
মাথার উপর সূর্যের রশ্মি ও গনগন করছে ।
এ কোন উত্তাপ !
ভাঁড়ারে টান -- ফুটন্ত জলের গোঙানি ক্রমশঃ বাড়ছে ।
পেটে ক্ষুধা,মনে গ্লানি
চতুর্দিকে পাপাচারের হাতছানি !
বেকারত্বের পীড়া-- পথহারা পথিকের আর্তনাদের মাঝেই --
অরুণের গনগনে আলোয় উদ্ভাসিত হয় রঙীন কালো চুল, সোনালী মুখ,সফেদ পোশাকে --- কালো হাত তুলে !
কালো কাঁচের অন্তরালে --।
ফুটন্ত জল হাঁফধরা শব্দে, পাতিল বিদির্ণ করে গনগনে আগুনে ভস্মীভূত হয়-সভ্যতা---
উন্নত নিয়ম, কানুন, সভ্যতা- উত্তাপের বেড়াজালে আবর্তিত।
এক মুঠো অন্নে--- পরিচয় -- পরিযায়ী , পরিযায়ী-- যাযাবর ,যাযাবর !
সফেদ পোশাকের কালো হাত -- মোড়কে আলিঙ্গন,আবেষ্টনের দুঃসাহস
নিমগ্ন পরিযায়ীর প্রাণপাতে ! পরিযায়ীর সমাধিতে !
নব প্রভাতে জনসমক্ষে --কালো পর্দার অন্তরালে --- রঙীন কালো চুলে--
অরুন্ধতি ধৌত মূর্তিমান , সফেদ সম্মোহিত রূপে জাজ্জ্বল্যমান,রূপে
জাজ্জ্বল্যমান ! !

রোদ বৃষ্টির দুপুর

মাহমুদ

কালবৈশাখীর গরম হওয়া, লাগছে যেন গায়ে
ঝড়ো মেঘের বৃষ্টি এলো, ডাকছে আমার মায়ে।
ঝড়ের দিনে আম টুকাতে, মনে লাগে যে সুখ
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের, হাসি মাখা ঐ মুখ।
পাকা আমের মিষ্টি ঘ্রাণ, লাল টুকটুকে তাজা
চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে যেন, বড্ড লাগে মজা।
কালবৈশাখীর বৃষ্টি ঝরে,টিনের চালের উপর
খেঁকশিয়ালির বিয়ে হবে, রোদ বৃষ্টির দুপুর।

ছড়া-ছড়ি

গরম

পার্থ ব্যানার্জ্জী

গরম তুমি গরম আমি
গরম হাঁড়ির ভাত,
আকাশ গরম বাতাস গরম
গরম দিন ও রাত।
ভোটের গরম জোটের গরম
গরম ভীষণ মাথা,
নেতা গরম নেত্রী গরম
গরম নীতির কথা।
গরম দাদা গরম দিদি
গরম মাথার টাক,
টাকার গরম দেমাক গরম
ঘামে ভিজে থাক।
ছাদটা গরম ঘরও গরম
গরম শোবার খাট,
জানলা গরম দরজা গরম
মেঝেতে খাই লাট।
পেটটা গরম পিঠও গরম
গরম মনের কথা।
হাটও গরম বাজার গরম
বাড়ছে বুকের ব্যাথা।
গরম গাড়ি গরম তেলের
গরম পিচের রাস্তা,
তলায় গরম উপরে গরম
হচ্ছি পথে খাস্তা।
গরম গরম করছি কেবল
কোথায় গরম নেই,
ঠান্ডা চাই যতই বলি
সেই থাকছি গরমেই।

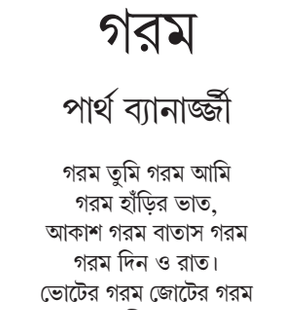

চাঁদের হাসি

জুভেলী রহমান

রাতের তর বেলা আকাশে শেষে
চাঁদমামা ওঠে
তোকে ছাড়া খোকা আমার
কেমন করে কাটে
আমি যে তোর মা'রে খোকা
তোকে ভালোবাসি
আমার কোলে আয় নারে তুই
দেখবি চাঁদের হাসি।

অপুরনীয়

হাবিবুল আলাম

ভেবেছ কি, ছেড়া জুতো
কেন বাবার পায়ে ?
পুরানো এক ই মলিন কাপড়
কেন ই বা তার গায়ে ?
ধোধলা ঘষা ভাঙ্গা চশমা
কেন ই বা তার চোখে ?
শত সেলাইয়ের জর্জরিত ব্যাগ
রেখেছে কোন শখে ?
কখনো কি ভেবেছ দেখে,
কেন ই বা মা খায় সবার শেষে?
নুন আনতে পান্তা ফুরয়ের
ঘরে বিলিয়ে দেয় তোমাদের
ভালোবেসে।

মন জানালা

সুমনা অধিকারী

আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবি
মেঘ ভেসে যাই জলছবি,
মুক্ত বাতাস উড়ছে পাখি
ভাঙছে হৃদয় ভিজছে আঁখি,
অন্ধকারে উঠবে রবি
খুলবে শিকল উড়ে যাবি,,
স্বপ্ন ভাঙা হৃদয় খানি
মুক্তি নেই বন্দি জানি।

আসুন প্রকৃতিকে বাঁচাই

রাজীব হাসান

মরুর মতন এতো গরম পড়েছে কি এর আগে
এই গরমে মানুষদের কি জাগে বিবেক জাগে
বন-জঙ্গল সব উজার করে বানায় উঁচু দালান
জানলা-দরজা বানায় আর রুমে এসি চালান।
এসি রুমে এসির হাওয়া খেয়ে ছাড়ে বড় বুলি
গাছ কেটে সব এসি লাগাও গরমকে যাও ভুলি
গাছ কেটে বন উজাড় করে প্রকৃতির দাও দোষ
গরম বাড়ার কারণ মানুষ নয় কেউ তো নির্দোষ।
এই গরমে ভেবে দেখো গাছ কি কাজে লাগে
তীব্র গরম শীতল করতে গাছ প্রয়োজন আগে
গাছ কেটো না গাছ লাগিয়ে বাঁচাও সবাই দেশ
গাছ না থাকায় তাপমাত্রা এখন বেড়ে গেছে বেশ।
প্রকৃতি আর গাছের মাঝে সম্পর্ক নিবিড় হবে
গাছ থাকলে প্রকৃতি থাকবে মানুষ বাঁচবে তবে
গাছ লাগিয়ে প্রকৃতি বাঁচাই নিজেরাও বাঁচি সুখে
প্রকৃতি আর মানুষ এখন আছে বড়ই দুঃখে।

কদমের ছায়ায়

ডালিয়া

ছোট্ট ওই কদম গাছটা
কিশোর কাল পার হয়নি হয়তো
কোন কলি আসেনি,
কোন ফুল ফোটেনি,
তাতে কি,
বিশাল এলাকা জুড়ে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
আমি সেই শীতল ছায়ায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করি তোমার জন্য।
তুমি এলে,
পাশাপাশি বসে কাটিয়ে দিতে পারি জীবন এই ছায়ায়।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মরশুমের সেরা ফিল ফোডেন

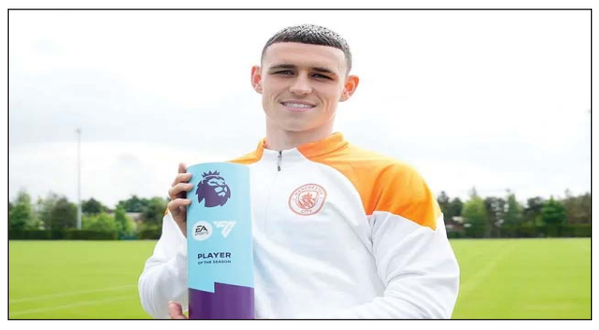

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন ম্যানচেস্টার সিটির ফিল ফোডেন। আগামীকাল মৌসুমের শেষ দিনে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জিতলেই প্রথম দল হিসেবে টানা চতুর্থবার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে সিটি। এই যাত্রায় দুর্দান্ত পারফর্ম করে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছেন ফোডেন। ২৩ বছর বয়সী ফোডেন এবারের লিগ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৩৪ ম্যাচ খেলে ২৫ গোলে সরাসরি অবদান রেখেছেন। নিজে গোল করেছেন ১৭টি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৮টি। মাঠে ছিলেন ২৭৮০ মিনিট। শৃঙ্খলার দিক থেকেও ফোডেন প্রশংসার দাবিদার। মৌসুমে দেখেছেন মাত্র ২টি হলুদ কার্ড। এ নিয়ে চলতি মে মাসে দ্বিতীয়বার সেরার স্বীকৃতি পেলেন ফোডেন। মাসের শুরুতে ইংল্যান্ডের ফুটবল লেখক সমিতির বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ২০২৩-২৪ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন ৮ জন। ফুটবলপ্রেমী ও ফুটবল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গড়া প্যানেলের ভোটে ফোডেন পেছনে ফেলেছেন তাঁর ম্যানচেস্টার সিটি সতীর্থ আর্লিং হলান্ড, নিউক্যাসলের আলেক্সান্দার ইসাক, আর্সেনালের মার্টিন ওডেগার্ড ও ডেকলান রাইস, চেলসির কোল পালমার, লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক ও অ্যাস্টন ভিলার ওলি ওয়াটকিন্সকে। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে এ মৌসুমে মাঝমাঠের পাশাপাশি উইংয়েও খেলেছেন ফোডেন। দলটির আউটফিল্ড ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় মাঠে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। চোটের কারণে মৌসুমের অর্ধেকের বেশি সময় মাঠে বাইরে ছিলেন সিটির তারকা প্লেমেকার কেভিন ডি ব্রুইনা। এত লম্বা সময় ধরে ডি ব্রুইনা না থাকলেও তাঁর অভাব বুঝতে দেননি ফোডেন। সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা গত মার্চেই ফোডেনকে 'মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়' বলেছিলেন। আগামীকাল সিটি ওয়েস্ট হামকে হারাতে পারলে ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ছয়বার প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতবেন ফোডেন। এ নিয়ে টানা পঞ্চমবার সিটির কোনো খেলোয়াড় লিগ সেরার স্বীকৃতি পেলেন।

গত মৌসুমে সেরা হয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড। সেটি ছিল ইংলিশ ফুটবলে হলান্ডের অভিষেক মৌসুম। ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ মৌসুমের খেলোয়াড় হয়েছিলেন ডি ব্রুইনা। মাঝে ২০২০-২১ মৌসুমে পুরস্কারটা উঠেছিল ফোডেন, হলান্ড, ডি ব্রুইনাদের সতীর্থ রুবেন দিয়াজের হাতে। প্রথমবার প্রিমিয়ার লিগের মৌসুমসেরা স্বীকৃতি পাওয়া ফোডেন বলেছেন, 'এই পুরস্কার জয় আমার কাছে এমন এক অর্জন, যা নিয়ে আমি খুবই গর্বিত। প্রিমিয়ার লিগ বিশ্বের সেরা লিগ হিসেবে সমাদৃত। অনেক দুর্দান্ত খেলোয়াড়ের সঙ্গে মনোনীত হতে পেরে আমি আনন্দিত।'

নিজের কাটানো দুর্দান্ত এক মৌসুম নিয়ে ফোডেন বলেছেন, 'সব মিলিয়ে এই মৌসুমে আমি যেভাবে খেলেছি, তাতে খুব খুশি এবং এটা ভেবে খুব আনন্দিত যে মৌসুমজুড়ে গোল করা ও গোলে সহায়তায় অবদান রাখতে পেরেছি।' দলকে ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি ফোডেন, 'আমি সিটির সব স্টাফ, কোচ এবং বিশেষ করে আমার সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, তাঁদের ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। যাঁরা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই।' কেন ফোডেনকে লিগের মৌসুমসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ও প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের শীর্ষ গোলদাতা (২৬০টি) অ্যালান শিয়ারার বলেছেন, 'গোল ও গোলে সহায়তা করার মাধ্যমে এ মৌসুমে তার পারফরম্যান্স অন্য মাত্রায় চলে গিয়েছে। সে একটি চমৎকার দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।'

নতুন ইতিহাস গড়ল বায়ার লেভারকুসেন

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে নতুন ইতিহাস গড়েছে বায়ার লেভারকুসেন। আজ জার্মান বুন্দেসলিগায় অগসবুর্গকে ২-১ গোলে হারিয়ে অপরাজিত থেকে মৌসুম শেষ করেছে লেভারকুসেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে অন্তত ৩০ ম্যাচের মৌসুমে অপরাজিত থাকার (ইনভিনসিবল) চতুর্থ ঘটনা এটি। একবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয়। প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগা জেতা লেভারকুসেন মৌসুমে ৩৪ ম্যাচের ২৮টিতে জয় এবং ৬টিতে ড্র করে। এ ছাড়া সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লেভারকুসেনের অপরাজিত ম্যাচের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১ তে। ইউরোপের শীর্ষ লিগে এমন রেকর্ড আর কোনো ক্লাবের নেই।

আজ ২০২৩-২৪ বুন্দেসলিগা মৌসুমের শেষ দিনে একই সময়ে মাঠে নামে ১৮টি দল। লেভারকুসেন অপরাজিত থেকে মৌসুম শেষের মাইলফলক সামনে রেখে নামে নিজেদের মাঠ বে অ্যারেনায়। ম্যাচের ১৩ মিনিটে গোল করে গ্যালারি মাতিয়ে তোলেন ভিক্টর বোনিফেস। আমিনে আদিলের কাছ থেকে পাওয়া বল বক্সের ভেতর থেকে ডান পায়ের শটে জালে জড়ান তিনি। এর ১৪ মিনিট পর চলে আসে দ্বিতীয় গোলও। কর্নার থেকে পাওয়া বল গোলমুখে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের শটে ২-০ করেন রবার্ট আনদ্রিখ।

শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধের এ দুই গোলই লেভারকুসেনের জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠে। ৬২ মিনিটে অগসবুর্গের হয়ে এক গোল শোধ করেন মার্ট কোমুর। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতে নিশ্চিত হয়ে লেভারকুসেনের 'অপরাজেয়' রেকর্ড। ইউরোপীয় ফুটবল ইতিহাসে শীর্ষ পাঁচ লিগে এটি ১২তম ঘটনা। যদিও শুরুর দিকের বেশির লিগই ছিল ২০ ম্যাচের আশপাশে শেষ হওয়া লিগ। একবিংশ শতাব্দীতে অপরাজিত থেকে লিগ জেতার কীর্তি ছিল শুধু আর্সেনাল ও জুভেন্টাসের। আর্সেনাল ২০০৩-০৪ আর জুভেন্টাস ২০১১-১২ মৌসুমে ৩৮ ম্যাচের লিগ জিতেছিল অপরাজিত থেকে।

অগসবুর্গের বিপক্ষে ম্যাচের পর লেভারকুসেনের কাছে বুন্দেসলিগা ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পরে ট্রফি নিয়ে গ্যালারির দর্শকের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন দলটির খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তারা।

এবারের বুন্দেসলিগায় গত ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ দ্বিতীয়ও হতে পারেনি। ৭২ পয়েন্ট নিয়ে বায়ার্নের অবস্থান তিনে, ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে স্টুটগার্ট। ইনভিন্সিবল লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৯০।

ইয়ুর্গেন ক্লপ: ব্ল্যাক ফরেস্টের সাধারণ একজন থেকে লিভারপুলের পুনরুত্থানের নায়ক

আপনজন ডেস্ক: ব্লন্ড চুলের মোটা ফ্রেমের চশমা পরা লোকটি নেমে আসছেন গাড়ি থেকে। মুখের হাসি ঠোঁটের কোনায় শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চিবুক পর্যন্ত। কালো কোট পরা সেই মানুষটা যখন অ্যানফিল্ড রোডের পথ ধরে আসছিলেন, তখন মার্সেসাইডের লাল অংশের মলিন আকাশটার থমথমে মেঘ যে ধীরে ধীরে জট খুলছিল, তা কেউ দেখেনি। কিন্তু খুলছিল ঠিকই। এরপর সেই লোকটি মুখের চওড়া হাসি নিয়েই প্রথমবারের মতো হেঁটে গেলেন অ্যানফিল্ডে ঘাসের ওপর দিয়ে। কেউ দেখেনি, তাঁর পায়ের স্পর্শে সেদিন বহু বছর ধরে নির্জীব হয়ে পড়া ঘাসগুলো নতুন করে প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। এরপর তিনি যখন ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলেন, দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো ঝুলতে থাকা জার্সিগুলোরও যে পুনরুত্থান ঘটছিল, তা-ও কেউ দেখেনি। একটু পর তিনি আঙুলের ইশারায় জাগিয়ে তুললেন 'দিস ইজ অ্যানফিল্ড' লেখা প্রবেশদ্বারকে। আরও অনেকবার সেই পথ দিয়ে হেঁটে এসে অসাধারণ সব রূপকথার গল্প ও ইতিহাস লিখেছিলেন ইয়ুর্গেন ক্লপ নামের মানুষটি। যে মানুষটির লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণায় প্রায় ৮ বছর পর শান্তিতে ঘুমানোর নিশ্চয়তা পাচ্ছেন ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোচ পেপ গার্দিওলাও।

ব্ল্যাক ফরেস্ট নামের গাছ ও পাহাড়ঘেরা জার্মানির এক গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন ক্লপ। নিজের সম্পর্কে যিনি বলেন, 'আমি ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে আসা এক সাধারণ মানুষ।' নিজের সম্পর্কে এমন বিনয়ী মনোভাব নিয়ে থাকাটা ব্ল্যাক ফরেস্টের পরিবেশই ক্লপকে শিখিয়েছে। মাইলের পর মাইল চোখধাঁধানো সবুজ, সারিবদ্ধ ছোট ছোট পাহাড় এবং মাটির ঘ্রাণে নাক ডুবিয়ে বেড়ে ওঠা মানুষটি আর যা-ই হোন, অন্তত উদ্ধত হতে পারেন না। ক্লপকে নিয়ে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, 'বন্ধুত্বপূর্ণ একজন মানুষ সে। সব সময় হাসি ঠাট্টায় মেতে থাকা এবং মুখে হাসি লেগে থাকা একজন।' পরিবেশের সঙ্গে ক্লপের চরিত্রে যোগ হয়েছে শান্ত মা ও চটপটে বাবার নানা গুণও।

তবে ব্ল্যাক ফরেস্টের হাওয়া-বাতাস এবং মানুষগুলো ক্লপের ভেতর যে দারুণ বৈশিষ্ট্য খোদাই করেছে, তা হলো স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি। কোনো প্রলোভনে আটকে না পড়ার মানসিকতা এবং নিজের জীবন-দর্শনের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস না করা।

নয়তো আধুনিক ফুটবলের অর্থের হাতছানি এবং সাফল্যের ক্ষুধাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্লপ বলতে পারতেন না, 'আমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

এই মানুষটি সত্যিই সাধারণ একজন বা 'নরমাল ওয়ান।' কিন্তু মানুষ এতটা সাধারণও আসলে এখন আর হয় না। ক্লপ যখন লিভারপুল ছেড়ে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ এমন কিছু কল্পনা করতে পারেননি। এ সময়ের ফুটবলে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে কোচ বদলের মধ্যেও যে অল্প কজন কোচ নিজেদের চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার বিলাসিতা দেখাতে পারেন, ক্লপ তাঁদের একজন। কিন্তু এরপরও ক্লপ নিজের চাওয়াকেই সবকিছু ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। যখন কেউ চায়নি, তখনই তিনি ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতি সাধারণ এই বৈশিষ্ট্যই মূলত ক্লপকে আলাদা করেছে বাকিদের থেকে। আর এই সাধারণ হয়ে থাকতে পারাটা ক্লপের সাফল্যের অন্যতম কারণও বটে। ক্লপের এই সাধারণ হয়ে থাকা নিয়ে লম্বা সময় ধরে তাঁর এজেন্ট হিসেবে কাজ করা মার্ক কোসিকে বলেছিলেন, 'ইয়ুর্গেন (ক্লপ) একেবারেই সাধারণ। কিন্তু এই বিষয়টিই ক্ষিপ্ত সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে অস্বাভাবিক।' যে কারণে ক্লপের জয়ের আনন্দ বা হারের হতাশার প্রকাশকে অনেক সময়ই স্বাভাবিক নিতে পারে না সংবাদমাধ্যমগুলো। অথচ তারা বুঝতেই পারে না, ক্লপ এমনই। আর সাধারণ মানুষের আবেগের প্রকাশ তো এমনই হয়। খেলোয়াড় হিসেবে কখনোই বড় নাম হয়ে উঠতে পারেননি ক্লপ। জার্মান ক্লাব মেইঞ্জে খেলাটাই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন। খেলা হয়নি জার্মানির জাতীয় দলেও। কে জানত, নিয়তি তাঁর জন্য যে ভিন্ন কিছুই ভেবে রেখেছিল! খেলোয়াড় হিসেবে চূড়ান্ত সাফল্য না পেলেও খেলতেই খেলতেই হয়ে ওঠেন চৌকস এক নেতাও। বলা হতো, 'ক্লপের মস্তিষ্ক ছিল প্রথম শ্রেণির এবং পা ছিল চতুর্থ শ্রেণির।' এতে অবশ্য ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়েছে বেশি। খেলোয়াড় হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের পথে হাঁটতে না পারার কারণেই কোচ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পান ক্লপ। প্রথম শ্রেণির মস্তিষ্কের কারণেই খেলোয়াড় থাকা অবস্থাতেই মেইঞ্জের কোচের দায়িত্ব পান ক্লপ। তিনি যখন কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩।

ধোনির কারণেই আমরা আজকের কোহলিকে দেখছি: গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তি। কিন্তু একা একা তা হওয়া যায় না। বেড়ে ওঠার সময়ে কারও না কারও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। সুনীল গাভাস্কার মনে করেন, কোহলির ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। আইপিএলে গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচে বৃষ্টিবিরতির সময় ভারতের টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে এমন কথা বলেন গাভাস্কার। তাঁর ভাষায়, 'বিরাট কোহলির ক্যারিয়ার যখন শুরু হয়, তখন সেটা থেমে থেমে এগিয়েছে। আসল কারণ হলো ধোনি তাকে একটু অতিরিক্ত প্রেরণা দিয়েছে, যে কারণে আমরা আজকের কোহলিকে দেখছি।'

ভারতের কিংবদন্তি গাভাস্কার ও কোহলি সাম্প্রতিক সময়ে বাগ্‌যুদ্ধে জড়িয়েছেন। আইপিএলে মাঝের ওভারগুলোয় কোহলির মন্থর স্ট্রাইক রেটের সমালোচনা করেছেন ৭৪ বছর বয়সী গাভাস্কার।

কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে এর আগে সংবাদমাধ্যমকে গাভাস্কার বলেছেন, 'ধরা যাক আপনার স্ট্রাইক রেট ১১৮, আপনি প্রথম বলটি খেলার পর ১৪ কিংবা ১৫তম ওভারে আউট হলেন এবং তখনো আপনার স্ট্রাইক রেট ১৮৮—এটার জন্য আপনি যদি প্রশংসা প্রত্যাশা করলেও বাস্তবতা ভিন্ন। আমরাও অল্পবিস্তর ক্রিকেট খেলেছি। হয়তো অনেক খেলিনি, কিন্তু যেটা দেখি, সেটাই বলি। কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। এমনকি সেটা থাকলেও যেটা ঘটে, সেটাই বলি।'

সর্বকালের অন্যতম সেরা ওপেনার হিসেবে খ্যাতি পাওয়া গাভাস্কারের সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন কোহলি, 'যারা আমার স্ট্রাইক রেট এবং স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই ১৫ বছর ধরে এটা করে যাচ্ছি। দিনের পর দিন করে যাচ্ছি। আমি জানি না, বক্সে বসে খেলা নিয়ে কথা বলতে আপনারা কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন কি না।'

কোহলির এই মন্তব্যকে সাবেক ক্রিকেটারদের ক্রিকেটজ্ঞানের প্রতি অপমান হিসেবে নিয়েছিলেন গাভাস্কার।

আইপিএলে এবারের মৌসুমে দারুণ ফর্মে আছেন কোহলি। ১৩ ইনিংসে ১৫৫.১৬ স্ট্রাইক রেটে ১ সেঞ্চুরি, ৫ ফিফটিসহ করেছেন ৬৬১ রান। গড় ৬৬.১০। এবার আইপিএলে রান তোলায় কোহলিই শীর্ষে।

২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেক কোহলির। ভারতের সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। ২০১১ সালে কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কোহলির টেস্ট অভিষেক ম্যাচেও অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। ওয়ানডেতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ধোনিকে অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছেন কোহলি। টেস্টে পেয়েছেন ২০১৫ পর্যন্ত এবং টি-টোয়েন্টিতে ২০১৬ পর্যন্ত।

পাকিস্তান দলে কলহের গুঞ্জন উড়িয়ে ঐক্যের কথা বললেন আফ্রিদি

আপনজন ডেস্ক: শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে গত ৩১ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয় বাবর আজমকে। এ নিয়ে আফ্রিদি তখন একটু নাখোশ হয়েছিলেন বলেও জানিয়েছিলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম। তৈরি হয়েছিল বিতর্কও। পিসিবি যখন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে বাবরকে সেখানে ফিরিয়ে আনল, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ২৯ ক্রিকেটার তখন কাকুলের সামরিক একাডেমিতে ক্যাম্প করছিলেন। ১১ দিনের ক্যাম্প চলাকালে পিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, শাহিন নতুন অধিনায়ক বাবরকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করবেন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তখন শাহিনের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, পিসিবি নিজেদের মনগড়া কথা বিবৃতিতে জুড়ে দিয়েছে। এরপর আফ্রিদি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে বলেছিলেন, 'ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না; কতটা নির্মম হতে পারি, ভাবতেও পারবে না।' সে যাহোক, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সেই আফ্রিদির কণ্ঠে এখন অন্য সুর। তাঁকে সরিয়ে বাবরকে অধিনায়ক পদে ফেরানোর পর পাকিস্তান দলে বিভেদ তৈরি হয়েছে বলে গুঞ্জন উঠেছিল। বাঁহাতি এই পেসার সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'পরিবারে কখনো কখনো ছোটখাটো মতবিরোধ হতেই পারে, এমনকি সেটি ভাইদের মধ্যেও হয়। কিন্তু আমাদের দলে এমন কোনো কিছুই নেই।'

মেসি-বার্সা চুক্তির সেই ন্যাপকিন পেপার নিলামে সাড়ে আট কোটিতে বিক্রি

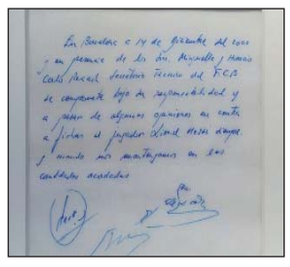

আপনজন ডেস্ক: গল্পটা সবারই জানা। ১৩ বছর বয়সী লিওনেল মেসি ও একটি ন্যাপকিন পেপারের গল্প। ২০০০ সালে বার্সেলোনার ট্রায়ালে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন মেসি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সে বছরের ১৪ ডিসেম্বর বার্সেলোনা টেনিস ক্লাবে মেসির সঙ্গে চুক্তি করেছিল কাতালান ক্লাবটি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে যেন অন্য কোনো ক্লাব নিতে না পারে, সে জন্য তাড়াহুড়া করে একটি ন্যাপকিন পেপারের ওপর সেই চুক্তি করা হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে জানা গিয়েছিল, ঐতিহাসিক সেই ন্যাপকিন পেপার মার্চে নিলামে তুলবে ব্রিটিশ নিলামপ্রতিষ্ঠান বোনহামস। মার্চে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, ন্যাপকিন পেপারের দাম ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু মেসি-বার্সা সম্পর্ক শুরুর সেই ঐতিহাসিক 'দলিল'-এর দাম আসলে প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান বোনহামস জানিয়েছে, শুক্রবার ন্যাপকিন পেপারটি নিলামে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা) বিক্রি হয়েছে। নিলামে ন্যাপকিন পেপারের ভিত্তিমূল্য ছিল ৩ লাখ ডলার। মেসিকে নিজেদের জন্য পেতে ন্যাপকিন পেপারে প্রাথমিক চুক্তি সারার পর আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি করেছিল বার্সা। বাকিটা ইতিহাস। বার্সার হয়ে এমন কোনো শিরোপা নেই, যা জেতেননি মেসি। তাঁর কিংবদন্তি হয়ে ওঠার যাত্রা শুরুও ক্যাম্প ন্যুর ক্লাবটি থেকেই। ন্যাপকিন পেপারে করা সে চুক্তিতে লেখা ছিল, 'বার্সেলোনায় ১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে মিনগেলা, হোরাশিও আর বার্সার ক্রীড়া পরিচালক কার্লোস রেক্সাসের উপস্থিতিতে পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কে লিওনেল মেসিকে সই করানোর ব্যাপারে একমত হওয়া গেল।'

আর্জেন্টাইন এজেন্ট হোরাশিও গ্যাগিওলি প্রথমে মেসির নাম সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে ন্যাপকিন পেপারে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। বোনহামস জানিয়েছে, ন্যাপকিন পেপারটি গ্যাগিওলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

রান-উৎসবের আইপিএলেও বুমরা যেখানে আলাদা

আপনজন ডেস্ক: রান-উৎসবের আইপিএল, ছক্কার আইপিএল, ২০০ রানের আইপিএল—এবারের আইপিএলকে আপনি যেকোনো নামে ডাকতে পারেন। যে নামে, যেভাবে বলুন না কেন, মূল বিষয় একটাই—ব্যাটসম্যানদের হাত থেকে বোলারদের রেহাই নেই। তবে এর মধ্যেও একজন ব্যতিক্রম। ব্যাটসম্যানরা তাঁর সামনে এখনো নাজেহাল। তিনি মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পেসার যশপ্রীত বুমরা। এবারের আইপিএলে বুমরা নিয়েছেন ২০ উইকেট। এখন পর্যন্ত শীর্ষ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা এই পেসার ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন মাত্র ৬.৪৮ করে। ২২ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত শীর্ষ উইকেট সংগ্রাহক হর্শাল প্যাটেল, যিনি ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৯.৫১ করে। কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী ১৮ উইকেট নিয়ে আছেন তালিকার তিনে, তিনি ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৮.৩৪ করে। পেসার মুকেশ কুমার ও অর্শদীপ সিং ১৭ উইকেট নিয়ে আছেন তালিকার চার ও পাঁচ নম্বরে। তারা দুজনেই খরচ করেছেন ১০ রানের বেশি করে। স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল ও পেসার খলিল আহমেদও ১৭টি করে উইকেট নিয়েছেন, দুজনেই খরচ করেছেন ওভারপ্রতি ৯ রানের বেশি। দেখে মনে হতে পারে বুমরা যেন আলাদা কোনো উইকেটে বোলিং করেছেন। অথচ ম্যাচের সবচেয়ে কঠিন ওভারগুলোই করেছেন বুমরা। পাওয়ার প্লে থেকে ডেথ ওভার যেকোনো সময়েই দলের প্রয়োজনে বল করতে হয় এই পেসারকে। এবারের আইপিএলে কমপক্ষে ২ উইকেট নিয়েছেন এমন বোলারদের মধ্যে শুধু কেশব মহারাজের ইকোনমিই বুমরার চেয়ে কম—৬.৫০। তবে প্রোটিয়া এই স্পিনার ম্যাচ খেলেছেন মাত্র দুটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Pub□ ished and owned by Zaidu□ Haque, Pub□ ished from 94/2 Co□□ in Street, Ko□ kata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Ko□ kata-700046. **Editoria□ Office:** 6 Kyd Street, Ko□ kata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidu□**